ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ইংরেজি বলা নিয়ে সমালোচনার জবাব দিলেন কিয়ারা আদভানি!

পৃঃ ৫

মায়ামিতে আর্জেন্টিনার অনুশীলনে মেসি

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ১৫৭ ● কলকাতা ● ২৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১ ● সোমবার ● ১০ জুন, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

বাংলা থেকে মন্ত্রী হচ্ছেন সুকান্ত মজুমদার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : এবার নতুন জল্পনা! বাংলা থেকে মন্ত্রী হচ্ছেন সুকান্ত মজুমদার। বাংলায় এবার রাজ্য সভাপতি তাহলে কে? বাংলায় বিজেপির টার্গেট পূরণ না হওয়ার পর থেকেই সংগঠনের খোলেনলচে বদলের দাবি উঠতে থাকে। সেই দাবিকে আরও উসকে দেন বারবার প্রাক্তন সভাপতি দিলীপ ঘোষের মন্তব্য।তবে বাংলার বিজেপির কার্যকর্তারা চাইছেন, বিজেপির ঝাজালো আন্দোলন, পুরোনো কর্মীদের গুরুত্ব। ইতোমধ্যেই ভোটে ভরাডুবির পর দলের নীতি ও আন্দোলনের কৌশল নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিজেপির কর্মীরাই। প্রার্থী নিয়ে অসন্তোষ, বুথে সংগঠনের বেহাল পরিস্থিতি সবটা নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে। তবে নতুন সভাপতি যেই হননা কেন তার সামনে বড় চ্যালেঞ্জ ২৬ এর বিধানসভা ভোটের আগে নিজেদের পারফরমেন্স ঠিক করা। প্রতিপক্ষ শিবির যেখানে অনেকটাই এগিয়ে সেখানে আন্দোলন এর স্ট্রাটেজি ও সর্বোপরি বুথ লেভেলে নিজেদের সংগঠন মজবুত করাই বড় চ্যালেঞ্জ পদ্ম শিবিরের।হেরে যাবার পর থেকেই বর্তমান নেতৃত্বের পারফরমেন্স বিচার হবার ব্যাপারে সরব হন তিনি। তবে সুকান্ত মজুমদার বাংলাতে রাষ্ট্রমন্ত্রী হচ্ছেন এই ঘোষণার পর থেকেই নয়া জল্পনা বঙ্গ বিজেপির রাজ্য সভাপতি পদকে ঘিরেই। বিজেপির নিয়ম অনুযায়ী, এক ব্যক্তি এক পদ। সেই ফর্মুলা মানলে সভাপতি পদে পরিবর্তন স্বাভাবিক।। পদ্ম শিবিরে তাই ঘোরাফেরা করছে বেশকিছু নাম। নতুন সভাপতি হবার সম্ভাবনার তালিকায় রয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী, দিলীপ ঘোষ, লকেট চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতির্ময় সিং মাহাত, জগন্নাথ সরকার এর মত নাম। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বই।

বিজেপির ভরাডুবির পরেই দলীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছিলেন সৌমিত্র খাঁ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বিজেপির ভরাডুবির পরেই দলীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছিলেন সৌমিত্র খাঁ। প্রকাশ্যে প্রশংসা করেছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। বিষ্ণুপুর থেকে এ বারও নিজে জেতায় (টানা তিন বার) কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকারের মন্ত্রিসভায় জায়গাও চেয়েছিলেন।প্রসঙ্গত, সুকান্ত কেন্দ্রের মন্ত্রী হলে দলের রাজ্য সভাপতির পদ খালি হবে। তা নিয়ে বিজেপির ভিতর আলোচনা চলছেই। সেই সঙ্গে দলের অন্দরে জল্পনা, রাজ্যের যুব মোর্চার সভাপতি পদেও বদল আনা হতে পারে। ইন্দ্রনীল খাঁকে সরানো হতে পারে। গুঞ্জন, সেই পদে সৌমিত্রের নাম নিয়ে চিন্তাভাবনা চলছে।এই সব ঘটনাপ্রবাহের জেরেই রাজ্য-রাজনীতিতে গুঞ্জন তৈরি হয়েছিল, মোদী সরকারে

এরপর ৩ পাতায়

তৃতীয়বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী হিসেবে

শপথ নিলেন নরেন্দ্র মোদী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : তৃতীয়বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন নরেন্দ্র মোদী। রাষ্ট্রপতি ভবনে তাঁকে প্রধানমন্ত্রীর শপথ বাক্য পাঠ করান রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। পরপর তিন বার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেওয়ার ক্ষেত্রে নরেন্দ্র মোদী প্রয়াত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুকে ছুঁলেন।এদিন শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের একেবারের সামনের সারিতে দেখা গিয়েছে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেকে।

এদিনের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের জন্য দিল্লি পুলিশের প্রায় ১১০০ ট্রাফিক কর্মী মোতায়েন করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের জন্য রাজধানীতে আলাদা রুটের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। অনুষ্ঠানটি পর্যবেক্ষণ করতে লাগানো হয়েছে ৫০০-র বেশি সিসিটিভি ক্যামেরা। নয়াদিল্লি জুড়ে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছে। দিল্লিকে নো-ফ্লাইং জোন হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের আগে তিনি নত মস্তকে সবাইকে প্রণাম করেন। তারপরে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে আসেন উপরাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনখড়। সব মিলিয়ে এদিন নরেন্দ্র মোদীর তৃতীয়বারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন প্রায় ১০ হাজার অতিথি।

এরপর ৩ পাতায়

রাজ্য সরকারের চালু করা প্রকল্প সমুদ্রসাথী নিয়ে

অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে বেড়িয়ে একাধিক জনসভা থেকেই রাজ্য সরকারের চালু করা প্রকল্প সমুদ্রসাথী নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কেননা সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়া মৎস্যজীবীদের জন্য চালু হওয়া ওই প্রকল্পের জন্য আবেদন খুবই কম পড়েছে।প্রতিবছর ১৫ এপ্রিল থেকে ১৪ জুন পর্যন্ত সমুদ্রে মৎস্য শিকার বন্ধ থাকে। এই সময়টা মাছের প্রজননকাল। তাই সমুদ্রে মাছ শিকারে পুরোপুরি নিষিদ্ধ করা হয়। কেউ নির্দেশ না মানলে শাস্তির কোপে পড়তে হয়। টানা দু'মাস মাছ ধরার নৌকা, ট্রলার সমুদ্রে ভাসে না। তাই সমুদ্রের ওপর নির্ভরশীল মৎস্যজীবী পরিবার আর্থিক সঙ্কটের মধ্যে দিন কাটায়। মৎস্যজীবীদের পাশে দাঁড়াতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার সমুদ্রসাথী প্রকল্প চালু করেছে। যে সময়ে সমুদ্রে মাছ ধরতে যাওয়া যায় না সেই ২ মাসের সময়সীমার জন্য সমুদ্রসাথী প্রকল্পের মাধ্যমে মৎস্যজীবীদের মাসে ৫ হাজার টাকা করে মোট ১০ হাজার টাকা দেবে রাজ্য সরকার। রাজ্যের সমুদ্র উপকূলবর্তী দুই জেলা পূর্ব মেদিনীপুর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার প্রায় ১ লক্ষ মৎস্যজীবী সমুদ্রে মাছ ধরে জীবন নির্বাহ করেন। সমুদ্রসাথী প্রকল্পের মাধ্যমে তাঁরাই উপকৃত হবেন, অথচ সেই প্রকল্পের জন্য আবেদন জমা পড়েছে মাত্র ৪০ হাজারের সামান্য বেশি। যারা এখনও এই প্রকল্পের মধ্যে আসেননি তাঁদেরকেও প্রকল্পের আওতায় আনতে চেষ্টা করছেন মুখ্যমন্ত্রী।এই অবস্থায় গত

এরপর ৩ পাতায়

বাংলায় আশানুরূপ ফল না হওয়ার পর

কারণ খুঁজতে মগ্ন গেরুয়া শিবির

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বাংলায় আশানুরূপ ফল না হওয়ার পর কারণ খুঁজতে মগ্ন গেরুয়া শিবির। দিলীপকে নিজের পুরোনো কেন্দ্রে না দাঁড় করানো নিয়ে ক্রমশ কাঁটাছেড়া চলছে। আর ঠিক এমন সময়েই একের পর এক তোপ দাগছেন দিলীপ ঘোষ 'মেদিনীপুর কার্যকর্তারাই বলেছিলেন, আমি দাঁড়ালে জিতে জেতাম', অগ্নিমিত্রা পালের মন্তব্যের পাল্টা আজ এই দাবিও করেছেন দিলীপ ঘোষ। তারপর বেলাশেষে দলের রাজ্য নেতৃত্বকে লাগাতার আক্রমণের পর ইঙ্গিতপূর্ণ পোস্টও করেছেন তিনি।

দু'জনই বিজেপির টিকিটে ভোটে লড়েছিলেন। দু'জনই হেরেছেন। গতবার দিলীপ ঘোষের জেতা মেদিনীপুর আসনে এবার হেরেছেন অগ্নিমিত্রা পাল। আর দিলীপ ঘোষকে জেতা আসন থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল বর্ধমান দুর্গাপুর কেন্দ্রে। গতবার খুব কম বয়বধানে জেতা বর্ধমান দুর্গাপুর কেন্দ্রে এবার হেরে গেছেন তিনি। তারপর থেকেই দু'জনের মধেয় শুরু হয়েছে কার্যত চাপানউতোর। দিলীপ ঘোষ দাবি জানিয়ে বলেছেন,' ওখানকার কার্যকর্তাই এখন বলছেন যে আমরা দিলীপ দা থাকলে জিতে যেতাম। অনেক কিছু অনুমান করা যেতে পারে, কোনটা ঠিক সেটা তো সময় বলবে।'মেদিনীপুরের পরাজিত বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, 'আমি এটা বলতে পারব না যে, দিলীপ দা ওখানে থাকলেই দিলীপদা জিততেন, আর আমি ছিলাম বলে আমি হারলাম। আমার মনে হয়, এটা ঠিক বলা উচিত নয়।'বলেছেন, 'ওল্ড ইজ গোল্ড। রাজনীতিতে পুরনো লোকেদের ভুললে চলবে না।' আর এবার নাম না করে পাল্টা জবাব দিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এদিন শুভেন্দু বলেন, 'ডায়মন্ড হারবার, কেশপুর মডেলে ছাপ্পার পরও ২ কোটি ৩৫ লক্ষ ভোট পাওয়া বিরাট ব্যাপার। যাঁরা এখন বড় বড় জ্ঞান দিচ্ছেন, তাঁরা মনে হয় এর আগের অতীতটা জানেন না। আগের থেকে বিজেপির অবস্থা অনেক ভাল। ২০১৯ সালে আইপ্যাক ছিল না। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারও ছিল না। মুসলিমদেরকে NRC-CAA এর নামে ভয় দেখানোও ছিল না। আর পুলিশ তখন পার্টির ক্যাডের মতো আচরণও করত না।' মূলত এবারের লোকসভা ভোটে, বাংলায় বিজেপির ফল আগেরবারের থেকেও খারাপ হয়েছে। ১৮ থেকে তারা নেমে এসেছে ১২-তে। তবে শুভেন্দু অধিকারীর জেলা। পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুক ও কাঁথি, এই দুটি আসনেই এবার পদ্ম ফুঁটেছে।

হেরে যাওয়ার কারণে

বেইমানি আর অর্থের কথা উল্লেখ করেছেন দেবাংশু ভট্টাচার্য

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : লোকসভা নির্বাচনে বঙ্গে সবুজ ঝড়। ৪২টি আসনের মধ্যে ২৯ খানা নিজেদের দখলে নিয়েছে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। ওদিকে জোড়াফুলের সামনে কার্যত মুখ থুবড়ে পড়েছে পদ্ম। তবে বাংলায় বিজেপির ভরাডুবির মাঝেও তৃণমূলের 'ছোকরা' দেবাংশুকে হারিয়ে তমলুক লোকসভা কেন্দ্র থেকে ৭৭ হাজারেরও বেশি ভোটে জয়ী হয়েছেন বিজেপি প্রার্থী অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় ।ক্ষুব্ধ দেবাংশু বলেন, "এভাবে চলতে পারে না। দুই নৌকায় পা দিয়ে চলব আবার দলের বিভিন্ন পদ সামলাব সেটা হয় না। ভোটে লড়তে গিয়ে আমাকে এরম বহু অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয়েছে।" এদিকে শনিবার কালীঘাটে দলের বৈঠকে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রোষের মুখে পড়লেন দেবাংশু ভট্টাচার্য। প্রচারের কাজে তমলুকের প্রার্থীর গা-ছাড়া মনোভাবকে যে মমতা ভালো চোখে নেননি সেই বিষয়ই যেন তাকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে।প্রার্থী হিসেবে নাম ঘোষণা হওয়ার পর থেকেই বিরাট আত্মবিশ্বাসী ছিলেন তৃণমূলের দেবাংশু। তবে ফলাফল সামনে আসতেই বুমেরাং। প্রচুর ভোটে হারার পর দুদিন আগে দলের বিরুদ্ধেই ফোঁস করে ওঠেন দেবাংশু ভট্টাচার্য। বিস্ফোরক মন্তব্য করে রীতিমতো তোলপাড় ফেলে দেন তমলুকের তৃণমূল প্রার্থী।

দেবাংশু বলেছিলেন, "আমার অভিজ্ঞতা ভাল হয়েছে। অনেকে আশীর্বাদ করেছেন। কিন্তু আমি ভোটে লড়তে গিয়ে একটা জিনিস দেখলাম, ওই জেলায় আমার দলের অনেকেই দুই নৌকায় পা দিয়ে চলছেন। ভোটে প্রভাব তো পড়বেই। এটা তো নিশ্চিত ছিল। যারা দুই নৌকায় পা দিয়ে চলছে তাদের আমি চিহ্নিত করতে পেরেছি। ইতিমধ্যেই দলের শীর্ষ নেতৃত্বকে গোটা বিষয়টি জানিয়েছি।"নিজেদের সবটা দেওয়ার পরেও বেঈমানি আর অর্থের কাছে হেরে গিয়েছি। এত কোটি কোটি টাকার বিরুদ্ধে আমাদের স্বল্প ক্ষমতার লড়াই ব্যর্থ হয়েছে। গোটা জেলায় নেতা-কর্মী নয়, ভোট করিয়েছে কেবল টাকা। সাথে সাথে ছিল নন্দীগ্রাম ও ময়নার বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বিস্তৃত সন্ত্রাস; নির্বাচনের দিন তিনেক আগে থেকে বিরুলিয়া, বয়াল, ভেকুটিয়া, হরিপুর, গোকুলনগরে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোট দিতে না বেরোনোর হুমকি তথা ফতোয়া এবং সোনাচুড়া অঞ্চল জুড়ে ভোটের দিন দেদার ছাপ্পা। ময়নার বাকচা অঞ্চল এতটাই মুক্তাঞ্চল, তৃণমূল নাম উচ্চারিত হলেও মারধর এমনকি প্রাণহানিও সেখানে নতুন নয়। দলের ঝান্ডা বাঁধার লোক অব্ধি সেখানে নেই। তার উপর নির্বাচনের দিন দুয়েক আগেই সেই খুন; যাকে কেন্দ্রে করে গোটা নন্দীগ্রাম হয়ে উঠেছিল দুর্বৃত্তদের অবাধ বিচরণক্ষেত্র। সেই পরিস্থিতে সবটা এতটা একপেশে হয়ে গিয়েছিল, এক সময়ে দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছিল এই নির্বাচন এখন লড়া, না লড়া সমান ব্যাপার। দেবাংশুর প্রচারসূচি নিয়ে শনিবারের বৈঠকে ক্ষোভ উগরে দিয়ে মমতা বলেন, দেবাংশুর বয়সে তিনি সকাল ৭টা থেকে রাস্তায় থাকতেন। বেলা ১২টার সময় বাড়ি থেকে বেরোতেন না। জানা গিয়েছে দলের কাছে তমলুক থেকে অভিযোগ এসেছে যে, দেবাংশুকে কখনও সকালের দিকে প্রচারে পাওয়া যেত না। এই নিয়েই এদিন দেবাংশুকে ভর্ৎসনা করেন তৃণমূল নেত্রী।তবুও আমরা হাল ছাড়িনি! পরিস্থিতির সুযোগে আমার বিপরীতের প্রার্থী আধা বেলা প্রচার না করেও জিতে গিয়েছেন.. আর আমি পাগলের মত বুথ বুথ ঘুরেও জিততে পারিনি।'

শিয়ালদার এক নম্বর থেকে পাঁচ নম্বর প্ল্যাটফর্মে ট্রেন পরিষেবা

চালু করা হয়েছে বলে জানাল পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : দু'ঘণ্টা আগেই কাজ শেষ হয়ে গেল শিয়ালদা স্টেশনে। তার ফলে আগেভাগেই শিয়ালদার এক নম্বর থেকে পাঁচ নম্বর প্ল্যাটফর্মে ট্রেন পরিষেবা চালু করা হয়েছে বলে জানাল পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ। তবে পরিষেবা শুরু হলেও এখনই যে সবকিছু স্বাভাবিক হয়ে যাবে, তেমনটা নয়। এত বড় কর্মযজ্ঞের পরে সবকিছু ঠিকঠাক ছন্দে আসতে কিছুটা সময় লাগবে।

পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার মধয়রাত থেকে রবিবার বেলা পর্যন্ত যে কর্মযজ্ঞ চলেছে, তাতে আরও আধুনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে লোকাল ট্রেন চালানো যাবে। বাড়বে সুরক্ষা। ট্রেনের গতি বাড়বে। আরও দ্রুত এবং ভালো পরিষেবা মিলবে বলে দাবি করেছেন পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক।নয়া যে সিস্টেম বসানো হয়েছে, সেটার সঙ্গে ধাতস্থ হয়ে গেলেই শিয়ালদা মেন লাইন এবং শিয়ালদায় উত্তর শাখায় পরিষেবা স্বাভাবিক হয়ে যাবে বলে আশা করছে সংশ্লিষ্ট মহল।

পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র বলেছেন, 'আজ বেলা ১২ টা থেকে শিয়ালদা মেন সেকশনের এক থেকে পাঁচ নম্বর প্ল্যাটফর্মে লোকাল ট্রেন পরিচালনা শুরু হয়েছে। তবে লোকাল ট্রেন পরিচালনা শুরু হলেও কোনও কোনও ট্রেন কিছুটা লেটে চলতে পারে। আমরা আশা করছি যে খুব শীঘ্রই আমরা যাত্রী পরিষেবা একেবারে স্বাভাবিক করে তুলতে পারব।' অর্থাৎ শিয়ালদা মেন লাইন এবং উত্তর শাখায় পরিষেবা পুরোপুরি স্বাভাবিক হতে আরও কিছুটা সময় লাগবে।এতদিন শিয়ালদার এক নম্বর থেকে পাঁচ নম্বর প্ল্যাটফর্মের যা দৈর্ঘ্য ছিল, তাতে ১২ কোচের লোকাল ট্রেন চলানো যাচ্ছিল না। শিয়ালদা মেন লাইন এবং উত্তর শাখায় ১২ কোচের লোকাল ট্রেন চালু করার জন্য ওই পাঁচটি সম্প্রসারণের পথে হাঁটে পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ। বৃহস্পতিবার মধ্যরাত সেই কাজ শুরু হয়। তার জেরে শুক্রবার এবং শনিবার চরম ভোগান্তির মুখে পড়েন যাত্রীরা।

তাঁরা অভিযোগ করেন, যতগুলি ট্রেন বাতিলের কথা বলা হয়েছিল, তার থেকে বেশি সংখ্যক ট্রেন বাতিল করে দেওয়া হয়। যে ট্রেনগুলি চলছিল, সেগুলিও অস্বাভাবিক লেটে চলছিল। সবমিলিয়ে ভয়ংকর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল শিয়ালদায়। শুক্রবার ভিড়ের চাপে ট্রেন থেকে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হয় এক যুবকের। যদিও রেলের যুক্তি ছিল যে যাত্রীদের তো ঝুলে যেতে বারণ করা হয়।

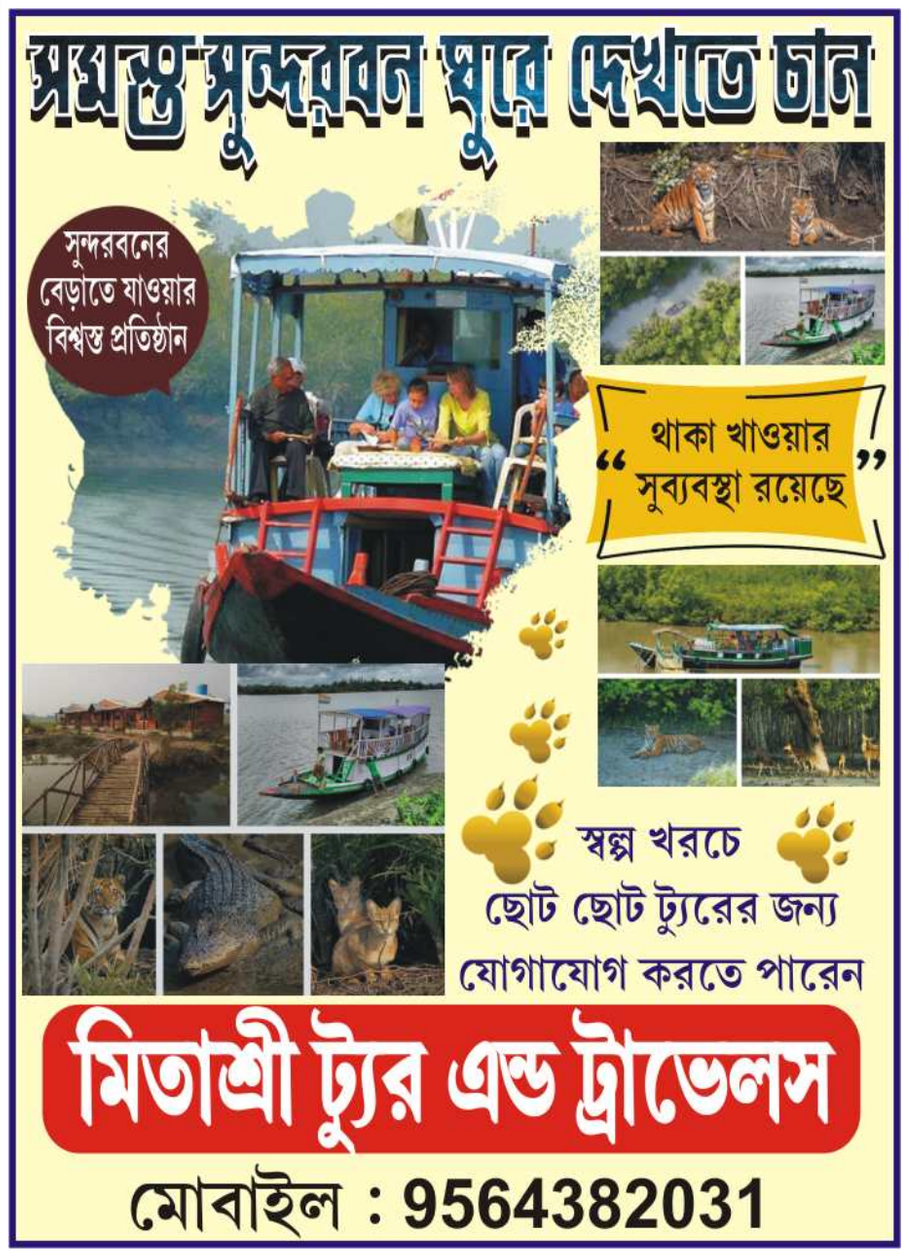

এই প্রথম হিন্দি ও ইংরেজি ছাড়াও কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনীতে কনস্টেবল নিয়োগের পরীক্ষা নেওয়া হবে ১৩টি আঞ্চলিক ভাষায়

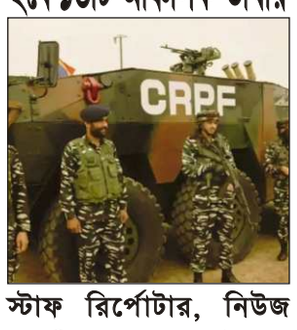

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : অপোলেরহাট এবং চন্দনেশ্বর থানার ভারচুয়াল উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার আগে চারটি থানা পরিদর্শন করেন পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল।থানা উদ্বোধন ঘিরে ততপরতা তুঙ্গে। শনিবার রাতেই ভাঙড়ের চারটি থানাতে পৌঁছয় পুলিশের লাঠি, হেলমেট, ওয়াকি টকি-সহ যাবতীয় প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম। ভাঙড়ের জন্য নিযুক্ত ডেপুটি কমিশনার সৈকত ঘোষ নিজেই এই কাজ তত্ত্বাবধান করেন। সূত্রের খবর, নতুন বছরের শুরুতেই ফোর্সও ঢুকবে থানাগুলিতে। বোমা-গুলির বিরাম নেই। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা হতে না হতেই কার্যত অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি তৈরি হয় ভাঙড়ে। নির্বাচনের সময় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের পরেও রোখা যায়নি প্রাণহানি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেও ভোট 'হিংসা' নিয়ে বলতে গিয়ে ভাঙড়ের কথা উল্লেখ করেন। নাম না করে পরোক্ষে ভাঙড়ে অশান্তির দায় 'হাঙর' আইএসএফের উপর চাপান। পঞ্চায়েত ভোট মেটার পর অশান্ত ভাঙড়কে শান্ত করতে কলকাতা পুলিশের আওতায় আনার নির্দেশ দেন।

তড়িঘড়ি আইন পাশ করে গেজেট প্রকাশ করা হয়েছিল। সূত্রের খবর, গত চারমাস ধরে টালবাহনার পর অবশেষে ভাঙড়ের চারটি থানা কলকাতা পুলিশের অন্তর্ভুক্ত হতে চলেছে। আগামী ২ জানুয়ারী ভাঙড় ও উত্তর কাশীপুর থানা ছাড়াও পোলেরহাট ও চন্দনেশ্বর থানার ভারচুয়ালি উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী। তার আগে রবিবার থানাগুলি পরিদর্শন করেন পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল।

এরপর ৪ পাতায়

মধ্যযুগের শেষের দিকে বাংলার নারী সমাজ

কলমে:- বেবি চক্রবর্ত্তী
(শেষ পর্ব)

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য, পৃ: ৩৫০-৫১) -

"পরহিংসা পরদার।
পরদ্রব্যে মতি যার।
কলিতে হৈব তাহার উন্নতি॥
পুরুষেরা বশ হৈব।
অবলা প্রবল হৈব।
স্ত্রী হইব কলির দেবতা॥
অষ্টম বৎসরের বালা।
গর্ভবতী রজঃ স্বলা।
ষোড়শ বৎসরে হৈব জরা॥"

বলরাম কবিশেখর রচিত কালিকামঙ্গল গ্রন্থে লেখা হয়েছিল (কালিকামঙ্গল, বলরাম কবিশেখর, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ) -

"যার ধন হব সেই হব কূলবতী।
পতিনিন্দা করিবেক যতেক যুবতী॥
কুলবধূ ছাড়িবে যতেক কুলধর্ম।
নারীর বচন পুরুষের হবে ব্রহ্ম॥"

নিত্যানন্দ দাস তাঁর প্রেমবিলাস গ্রন্থে লিখেছিলেন - "কলি যুগের লোক সব বড় দুরাচার।" জমিদার কান্দরায় সম্বন্ধে অষ্টাদশ বিলাসে বলা হয়েছিল -

"শক্তি উপাসনা সদা মদ্য মাংস খায়।
পরস্ত্রী ঘর দ্বার লুটি লঞা যায়॥"

"সবে স্ত্রী লম্পট জাতি বিচার রহিত।
মদ্য মাংস বিনা না ভুঞ্জয়ে কদাচিত॥"

ঘনারাম চক্রবর্তী লিখিত ধর্মমঙ্গল গ্রন্থে লেখা হয়েছিল (ধর্মমঙ্গল, ঘনরাম চক্রবর্তী, বঙ্গবাসী, ২য় সংস্করণ, ১৩০৮ বঙ্গাব্দ) -

"না বুঝিয়া তত্ত্ব। পরদারে মত্ত।
মজাইবে মাংস মদে।
ত্যাজি নিজপতি। সতী কূলবতী। যুবতী অসৎ হবে॥
মদন আবেশে। পরপতি আসে। পথ আগুলিয়া রবে।
যতেক অবলা। সে হবে প্রবলা।
কথা কবে হাত নেড়ে।
স্বামীর বচন। করিবে লঙ্ঘন।
গঞ্জনায় দিবে তেড়ে॥"

গঙ্গারাম লিখিত মহারাষ্ট্র পুরাণ গ্রন্থে বলা হয়েছিল (মহারাষ্ট্র পুরাণ, গঙ্গারাম, ১ম খণ্ড) -

"রাধাকৃষ্ণ নাহি ভজে পাপমতি হইয়া।
রাত্রিদিন ক্রীড়া করে পরস্ত্রী লইঞা।
শৃঙ্গার কৌতুকে জিব থাকে সর্বক্ষণ।"

শাক্তনন্দ তরঙ্গিনী রচিত ষোড়শোল্লাস গ্রন্থে কলিকালের বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছিল (শাক্তনন্দ তরঙ্গিনী, প্রসন্নকুমার শাস্ত্রী ভট্টাচার্য অনূদিত, ৩য় সংস্করণ, ১৩১৭ বঙ্গাব্দ-

কলিকালে মহেশানি পাষণ্ডা বহবো জনাঃ।
সঙ্গদোষা-মহেশানি তৎক্ষণাৎ হাণিতাং বজেত।
তস্মাৎ প্রযত্নতো দেবি সংসর্গঃ বর্জয়েৎ সুধীঃ।
ভারতে বহবো দোষা কলিকালে সুরাচ্চিতে।
ব্রাহ্মণা: কলিকালে তু শূদ্রগেহে বরাঙ্গনে।
পরস্ত্রী সঙ্গমাচ্চৈব পুত্রমুৎ পাদযন্তি চ।
আত্মানং বৈষ্ণবৎ সত্বা অধর্ম ভারতে কলৌ।
কলিকালে ভারতে চ ব্রাহ্মণী গীততৎপরা।
সদা বাদ্যরতা ভূত্বা নৃত্যন্তি ব্রাহ্মণাধমা।"

সেই যুগে নারীরা আর শাস্ত্রের বচন মানছিলেন না। পলাশীর যুদ্ধের পঞ্চাশ বছর আগে থেকেই বাঙালীর চারিত্রিক অবনতি প্রকট হয়ে পড়েছিল। যে সমাজে পুরুষের নীতি, চরিত্র, মনুষ্যত্বের কোন মূল্য থাকে না, লোভ-লালসা সমাজের শুভবুদ্ধিকে গ্রাস করে, সেখানে নারীর আলাদা মর্যাদা, জীবনবোধ ও নৈতিক দায়িত্ব পালন করা সম্ভব নয়। ভারতচন্দ্রের কাব্য সেযুগের এক ঐতিহাসিক দলিল। ভারতচন্দ্রে কেবল মুসলমান শাসনের অন্তিমকালই ঘোষিত হয়নি, মধ্যযুগীয় সমাজব্যবস্থারও অন্তিমকাল ঘোষিত হয়েছিল। সেই সময়ের নারীরা অন্ধ ধর্মবিশ্বাসের কাঠগড়ায় ভাগ্যকে সাক্ষী করে সব কিছু মেনে নিতে পারেন নি। সামাজিক বঞ্চনা, স্বামী নির্যাতন, কৌলিন্য প্রথা, বাল্যবিবাহ, বাল্যবৈধব্য, যৌথ পরিবারের 'বাঘিনী সতিনী', 'রাগিনী শাশুড়ী' ও 'ননদী-নাগিনী'-র বিষভরা দন্তের কামড়ে তাঁরা জর্জরিত হয়ে উঠেছিলেন। তাই সেই সময়ের পুরুষ বলেছিল,

"নারী যার স্বতন্তরা।
সেজন জীয়ন্তে মরা।
তাহার উচিত বনবাস।"

(ভরতচন্দ্রের অনুদামঙ্গল, বসুমতী)

পুরুষের সোহাগের আলাপের উত্তরে নারী বলেছিল -

"সোহাগে এমন কথা পুরুষেরা কয়॥
নারীর পতির প্রতি বাসনা যেমন।
পতির নারীর প্রতি মনকি তেমন।
পাইতে পতির অঙ্গ নারী সাদ করে।
তারি সাক্ষী মৃতপতি সঙ্গে পুড়ে মরে॥
অর্ধঅঙ্গ যদি মোর অঙ্গে মিলাইবে।
কুচনীর বাড়ী তবে কেমনে যাইবে।"

(ভরতচন্দ্রের অনুদামঙ্গল, বসুমতী)

নারী সেই সময়ের দূষিত সমাজের সব গরল পান করেছিল। মধ্যযুগের সাহিত্যে নারীচরিত্রগুলিকে কেন্দ্র করেই করুণরস নিরতিশয় করুণ হয়ে উঠেছিল। ইতিহাসের বিখ্যাত পলাশীর যুদ্ধ রাজনৈতিক দিক থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হলেও সামাজিক ক্ষেত্রে সেটা বিশেষ কোন পরিবর্তন আনেনি। কারণ, দেশের নতুন শাসন ব্যবস্থায় যে সব ইংরেজদের দেখা গিয়েছিল, তাঁরা কিন্তু খুব উচ্চ আদর্শের দ্বারা চালিত ছিলেন না। ভারতীয়দের মত তাঁরাও অনন্ত ভোগবিলাসের মধ্যে গা ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। তাদের কোন সংস্কৃতি ছিল না। জীবন উপভোগ বলতে তাঁরা স্থূল ব্যাপার বুঝতেন। ÒChristianity was looked upon by the natives of Hindoosthan only as another name for irreligion and immorality." (Calcutta Review, 1834, Vol. I, p- 293) রাজনারায়ণ বসু বলেছিলেন, "সেকালের সাহেবরা অর্ধেক হিন্দু ছিল।" (সেকাল ও একাল, রাজনারায়ণ বসু, পৃ- ৩) তাঁরা কালী মন্দিরে ভেট পাঠাতেন, বাইজীর নাচ দেখতেন, খানাপিনার আয়োজন করতেন। তখন লুঠতরাজ ও রাহাজানি কেবলমাত্র দেশীয় দুষ্কৃতকারীরাই করতো না। ইংরেজরাও মাঝরাতে অন্যের গৃহে প্রবেশ করে ইংরেজ মহিলার উপরে অত্যাচার করে তাঁর দাস-দাসী নিয়ে পালিয়ে যেত। (Calcutta Gazettee, 1781, 152th Jan) আবার অবিবাহিত ইংরেজ তরুণ তরুণীরা বল-নৃত্যে খানাপিনার আয়োজন করতেন এবং সেখানে সবাই মুখোশ পরে নাচের নামে যথেচ্ছাচার করতেন। (ঐরপশুং এধুবঃঃবব, ১৭৮০, ১৫ঃয অঁমঁংঃ) সেই সময়ের কলকাতায় ইংরাজরা কেবল দাসদাসীর ব্যবসাই করতেন না, "... there were Englishmen in Calcutta little more than a hundred years ago who not only bought and sold African slaves, but also for the breeding of them for the slave market." (Calcutta Gazettee, 1817, 2nd Jan) বঙ্গদেশে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্ব লাভের পরে দাস-দাসী ক্রয়-বিক্রয়ের ফলাও বাজার তৈরী হয়েছিল। ইংরেজরা এ দেশীয় ও আফ্রিকান নারীদের নিয়ে ভোগ বিলাসে ডুবে থাকতেন। (Echos from Old Calcutta, H. E. Busteed, C.I.E., 1908, p- 136) এই বিষয়ের বহু নিদর্শন সে কালের সংবাদ পত্র থেকে পাওয়া যায়। ইংরেজদের অবৈধ সন্তানেরা এই দেশের সমাজে নানা সমস্যার সৃষ্টি করেছিল। তাই শেষে ইংরেজ নারীদের এদেশে আমদানি করবার জন্য উৎসাহ দেওয়া হয়েছিল। (Slavery Days, H. A. Stark, B.A., p- 2) বঙ্গদেশে লর্ড কর্ণওয়ালিসের আবির্ভাবের পর থেকে ইংরেজদের মধ্যে পরিশীলিত জীবনবোধ, রুচি এবং দর্শনের আবির্ভাব ঘটেছিল। "Cornwallis brought with him to India all the finest characteristics of a highly-minded English nobleman." (Asiatic Journal, Vol. III, 1817, p- 108) ১৮২৫-৩০ সালের পর থেকে অবস্থার আরও পরিবর্তন ঘটেছিল। "Steam has done much to bring about this intellectual revolution. We are no longer isolated savages." (Calcutta Review, 1843, Vol. I, p- 293) উনিশ শতকে নারীর প্রতি সম্ভ্রম জাগানোর জন্য জাতীয় নবজাগরণের প্রয়োজন ছিল। অথচ ইংরেজরা যখন এদেশে এসেছিল তখনও ইউরোপের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন হয়নি। ইউরোপেও সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকে ধনীরা কন্যা ক্রয় করে নিজের পুত্রদের বিবাহ দিতেন। স্বল্পবিত্তবানদের ছেলেরা পণ নিতেন। সম্পন্ন গৃহের মেয়েদের কনেভেন্ট হাউসে পাঠিয়ে দেওয়া হত। সেখানে তাঁরা সন্ন্যাসিনীর জীবন যাপন করতেন। সেই কনেভেন্টগুলো ছিল নরক। খ্রিস্টান যাজকরা পাপাচারে ডুবে গিয়েছিলেন। কনভেন্ট গুলোতে 'House of correction' এবং 'Madhouse' ছিল। "I know but one difference between them; whilst the houses of correction are inspected by the law, and the mad houses by the police, both stop at the convent doors; the law is afraid, and the police dares not pass the threshold.". (Calcutta Review, 1848, Vol. I, p- 202) সেই সময়ের বঙ্গদেশের প্রধান শহর - কলকাতা, বর্ধমান, কৃষ্ণনগর ও ঢাকা - লাম্পট্যের স্রোতে গা ভাসিয়ে দিয়েছিল। বাইরে কেঁচোর পত্তন ও ভিতরে ছুঁচোর কেত্তন চলছিল। সেই ব্যভিচারের স্রোত গৃহ ও গৃহস্থকে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। গৃহবধূ ও ললনারা তা থেকে আত্মরক্ষা করতে পারেন নি। অথচ সব কিছুই হয়েছিল ধর্মের নামাবলির আড়ালে। "Hinduism in Bengal had these two aspects, the Vaishnava and the Tantrika, and in both those aspects Hinduism was rotten to the core. A great revolution, a protest was at hand." (Priests, Women and Families, J. Michelet, Translated by C. Cooks, 1846, p- 64) সামাজিক বিপ্লব এবং বলিষ্ঠ প্রতিবাদের জন্য চাই নৈতিক বল ও চারিত্রিক সামর্থ। ইউরোপে নারী মুক্তি আন্দোলন দানা বেঁধে না ওঠা পর্যন্ত দেশী ও বিদেশীদের নানা প্রয়াস থাকলেও তা কার্যকরী হয়নি। কেননা তখনও ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে নৈতিক ও দার্শনিক উপলব্ধি ঘটেনি। রামমোহন এবং তাঁর সহচর, হিন্দু ও হেয়ার স্কুলের ছাত্ররা যে সব সভাসমিতি গঠন করেছিলেন তা কোন মজলিসের আসর ছিল না। সেই সভাসমিতির মধ্য দিয়ে তাঁরা দেশের ও নারীদের প্রকৃত সমস্যা বুঝতে ও জনসাধারণকে বোঝাতে চেয়েছিলেন।

১-ম পাতার পর

বিজেপির ভরাডুবির পরেই দলীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়েছিলেন সৌমিত্র খাঁ

মন্ত্রিত্ব না পেলে পুরনো দল তৃণমূলে ফিরে যেতে পারেন বিষ্ণুপুরের জয়ী বিজেপি প্রার্থী। কিন্তু রবিবার মোদীর শপথের আগে সৌমিত্র নিজেই সেই জল্পনা ওড়ালেন। ফেসবুক পোস্টে জানালেন, তিনি বিজেপিতেই থাকবেন। মোদীর নেতৃত্বে 'বিকশিত ভারত'-এর স্বপ্নপূরণের লক্ষ্যে কাজ করে যাবেন!

রাজ্য জুড়ে সবুজ ঝড়ের মধ্যেই বিষ্ণুপুর থেকে জিতেছেন সৌমিত্র। ব্যবধান কমলেও শেষ পর্যন্ত ম্যাচ বার করে এনেছেন! জয়ের পর থেকেই বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে তাঁকে মন্ত্রিত্বের দাবি করতে দেখা গিয়েছে। বলতে শোনা গিয়েছে, "আমি তিন বারের সাংসদ। মন্ত্রী হওয়ার দাবি রাখছি।" সৌমিত্রের মন্তব্য নিয়ে ঘরে-বাইরে বিতর্ক হয়। ভোটে ভরাডুবির পর দলীয় নেতার অমন মন্তব্যে অস্বস্তিতেও পড়তে হয়েছে পদ্মশিবিরকে। যদিও মোদীর শপথের আগের দিন কার্যত সুরবদল করলেন সৌমিত্র। শনিবার রাতের ফেসবুক পোস্টে তিনি দাবি করেন, বিজেপিতে যোগদানের পর কিছু মানুষ তাঁর বদনাম করার চেষ্টা করে যাচ্ছেন। এ বারও মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা হয়েছে। তাঁদের উদ্দেশে সৌমিত্রের বার্তা, "যাঁরা পর্দার আড়ালে থেকে এই খেলাটি খেলছেন, তাঁদের জন্য আমি বলতে চাই যে, সৌমিত্র খাঁ কখনওই বিক্রি হবে না এবং রক্তের শেষ বিন্দু পর্যন্ত বাংলার মানুষের জন্য লড়াই করে যাবে।" সেই সঙ্গে তিনি লিখেছেন, "আমি বিজেপির সঙ্গে রয়েছি এবং শ্রী নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে মানুষের সেবা করতে থাকব। যাতে আমরা বিকশিত ভারতের স্বপ্ন পূরণ করতে পারি।"

'সুর বদলালেও' মন্ত্রী হচ্ছেন না সৌমিত্র! অন্তত খবর তেমনই। বাংলা থেকে দু'জন মন্ত্রী হতে চলেছেন। বিজেপি সূত্রেই খবর, তাঁরা হলেন বালুরঘাটে জেতা দলের রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার এবং বনগাঁ থেকে জেতা শান্তনু ঠাকুর। যদিও সৌমিত্রের ঘনিষ্ঠ মহলের দাবি, এখানে সুর বদলানোর কিছু নেই! সৌমিত্র দল নিয়ে খারাপ কিছু বলেননি। নেতৃত্বের একটি অংশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন মাত্র। তা বাদ দিলে সৌমিত্র মোদীরই সৈনিক। দল যাতে ভাল ফল করে, সৌমিত্র সেটাই চেয়ে এসেছেন। দলবদলের জল্পনার কোনও অর্থ নেই! ২০১৪ সালে তৃণমূলের টিকিটে প্রথম বার সাংসদ হয়েছিলেন কংগ্রেসের প্রাক্তন বিধায়ক সৌমিত্র। দ্বিতীয় বার দলবদল করেও ২০১৯ সালে সাংসদ হন বিষ্ণুপুর থেকে। এ বার তৃণমূলের সুজাতা মণ্ডলকে হারিয়েছেন সৌমিত্র। সুজাতা সৌমিত্রের প্রাক্তন স্ত্রী। গত বার সৌমিত্রের ৭৮ হাজারের ব্যবধান কমে এ বার সাড়ে পাঁচ হাজারে ঠেকেছে। ভোটের সৌমিত্র দাবি করেছিলেন, এই জয় বিজেপি নয়, বরং আরএসএসের 'সৌজন্যে' এসেছে। তাঁর দাবি ছিল, রাজ্য নেতৃত্বের 'গাফিলতি'র জন্যই বাংলায় দলের বিপর্যয় হয়েছে। রাজ্য বিজেপিতে এমন কোনও নেতা নেই, যিনি ভোটে জিতে এসেছেন। সাংগঠনিক অভিজ্ঞতা রয়েছে, এমনও কেউ নেই। সেই সঙ্গে বিজেপির হারের কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তিনি বলেন, "লক্ষ্মীর ভান্ডার এবং সংখ্যালঘু ভোট তৃণমূলের জন্য কাজ করেছে। পাশাপাশি বিজেপিও রাজ্যে কোনও মহিলা মুখ তৈরি করতে পারেনি।'' সেই সঙ্গে সৌমিত্রের অভিযোগ ছিল, "রাজ্য বিজেপির উপরতলার কয়েক জন নেতা তৃণমূলের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে থাকতে পারেন। সেটা না হলে আরও কয়েকটি আসন জিততে পারত বিজেপি।" দিলীপ ঘোষের মতো নেতার আসন বদলে দেওয়াটাও ঠিক হয়নি বলেও তাঁর অভিমত। যদিও দিল্লির নেতাদের সাধুবাদ জানিয়েছিলেনন তিনি।

সৌমিত্রের মুখে দলীয় নেতৃত্বকে আক্রমণ নতুন কিছু নয়। কখনও কখনও নাম করেও রাজ্য নেতাদের সমালোচনা করেছেন তিনি। তবে বুধবার সামগ্রিক ভাবে রাজ্য নেতৃত্বের নিন্দা করলেও আলাদা করে কোনও নেতার নামোল্লেখ করেননি সৌমিত্র। তবে তাঁর বক্তব্যে অনেকেই 'কিছু ইঙ্গিত' পেয়েছিলেন। কারণ, সৌমিত্র বরাবর অভিষেকের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করে এসেছেন। তাঁর তৃণমূলে ফেরার জল্পনা শুরু হলেই তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছে, "যে দিন অভিষেক বিজেপিতে যোগ দেবেন, সে দিন আমি তৃণমূলে ফেরার কথা ভাবব।'' ঘটনাচক্রে, মঙ্গলবার ভোটের ফল প্রকাশের পর দিন সেই সৌমিত্রের মুখে অভিষেকের প্রশংসা শোনা গিয়েছিল। সৌমিত্র বলেছিলেন, "অভিষেকরা এক-একটা লোকসভার দুটো করে বিধানসভা টার্গেট করে নিয়েছিল। ভোটের প্রস্তুতির দিন থেকেই তৃণমূলের স্থানীয় কর্মীরা সতর্ক ছিল। সেখানে বিজেপির নেতৃত্ব এ সব কিছুই করেনি। অভিষেকের ছকও বুঝতে পারেনি।" একই সঙ্গে তিনি বলেন, "অভিষেক ভাল কাজ করেছে বলেই তৃণমূল ভাল ফল করেছে।" একই সঙ্গে সুজাতার লড়াইয়েরও প্রশংসা করেছিলেন। তা থেকেই জল্পনা ছড়িয়েছিল, তৃণমূলে ফেরার পথ পরিষ্কার করছেন সৌমিত্র। তা নিয়ে গত দু'দিন ধরে দলের অন্দরে চর্চার পর তিনি নিজেই সেই দাবি উড়িয়ে দিলেন।

১-ম পাতার পর

তৃতীয়বারের জন্য প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন নরেন্দ্র মোদী

প্রধানমন্ত্রীর শপথের পরে পরপর মন্ত্রীরা শপথ নেন। তবে নতুন এনডিএ সরকারে প্রতিনিধিত্ব ঠিক করতে নীতীশ কুমার, চন্দ্রবাবু নাইডুর মতো নেতারা অমিত শাহ, রাজনাথ সিং এবং জেপি নাড্ডার সঙ্গে বৈঠক করেন। রেন্দ্র মোদী যেমন পরপর তিনবার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলেন, তিনি পরপর তিনবার বারাণসী থেকে নির্বাচিত হয়েছেন।

রবিবার সকালে রাজধানীতে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের আগে নরেন্দ্র মোদী রাজঘাট, অদাইব অটল, ন্যাশনাল ওয়ার মেমোরিয়ালও পরিদর্শন করেন। বিজেপি স্বরাষ্ট্র, অর্থ, প্রতিরক্ষা, বিদেশ মন্ত্রকের মতো মন্ত্রকগুলি নিজেদের হাতেই রাখছে। বিজেপির হাতেই থাকছে শিক্ষা ও সংস্কৃতি মন্ত্রকও। বাংলা থেকে মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার ও শান্তনু ঠাকুর।

শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে অংশ নিতে ভারত সরকারের আমন্ত্রণে অনেক আগেই দিল্লিতে এসেছেন, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, মালদ্বীপের প্রেসিডেন্ট মইজ্জুর মতো প্রতিবেশী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানরা। শেখ হাসিনা ও মইজ্জু বসেছিলেন পাশাপাশি। ছিলেন শ্রীলঙ্কা, নেপাল, ভূটান, মরিসাসের রাষ্ট্রপ্রধানরাও।

২ পাতার পর

রাজ্য সরকারের চালু করা প্রকল্প সমুদ্রসাথী নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

আড়াই মাস ধরে ভোট প্রক্রিয়া চলায় সমুদ্রসাথী প্রকল্পে আবেদনের পোর্টাল বন্ধ ছিল। তাই ওই প্রকল্পের জন্য নতুন করে কেউ আবেদনও জানাতে পারেননি। ভোট মিটতেই আদর্শ আচরণবিধি প্রত্যাহার করে নিয়েছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, আদর্শ আচরণবিধি প্রত্যাহার হতেই মুখ্যমন্ত্রী নির্দেশ দেন সমুদ্রসাথী প্রকল্পের জন্য আবেদনের সময়সীমা যেন ১৫ জুলাই অবধি বাড়িয়ে দেওয়া হয়। সেই মোতাবেক শুক্রবার রাজ্য মৎস্য দফতরের তরফে সমুদ্রসাথী প্রকল্পে আবেদনের মেয়াদ বাড়ানোর নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। আবেদনপত্র নেওয়ার কাজ সম্পূর্ণ হলে সেসব স্ক্রুটিনি করে উপভোক্তা তালিকা তৈরি হবে। তারপর তাঁদের অ্যাকাউন্টে টাকা দেওয়া শুরু হবে।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৩ বর্ষ ১৫৭ সংখ্যা ১০ জুন, ২০২৪ সোমবার ২৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩১

জেপি নাড্ডার বাড়িতেই

আয়োজন করা হয়েছে বিশাল ভোজের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : তৃতীয়বার প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করবেন নরেন্দ্র মোদী। তারপরই বিশালভোজ সভার আয়োজন করেছেন বিজেপির সর্বভারতীয় সাংসদ জেপি নাড্ডা। জেপি নাড্ডার বাড়িতেই আয়োজন করা হয়েছে এই বিশাল ভোজের। সেখানে নিমন্ত্রিত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যরা। পাশাপাশি আমন্ত্রণ জানান হয়েছে এনডিএ জোটের নব নির্বাচিত সাংসদেরও।জেপি নাড্ডার বাড়ির ভোজসভার শেষপাতে থাকবে আট রকম মিষ্টি। তালিকায় রয়েছে, রসমালাই, ছানার মিষ্টি, রাজস্থানের বিখ্যাত ঘেওয়ার। চার রকমের ঘেওয়ার থাকছে। ঢালাও চা আর কফির ব্যবস্থা থাকছে জেপি নাড্ডার বাড়িতে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যরা রাষ্ট্রপতি ভবনে শপথ গ্রহণ করছেন। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর নিজের বাসভবনে চা-চক্রের আয়োজন করেছিলেন। সেখানে যারা উপস্থিত ছিলেন তাঁরাই মন্ত্রী হিসেবে শপথ নিতে পারেন।

সেখানে জোটের সব দলের সাংসদের পাশাপলাশি বিজেপির সব সাংসদ উপস্থিত থাকার কথা রয়েছে। জেপি নাড্ডার এই ভোজসভার খাবারের তালিকা প্রকাশ্যে এসেছে। তালিকায় রয়েছে নিরামিষ আমিষ খাবারের লম্বা তালিকায়। রয়েছেন নানা ধরনের আইসক্রিম।

জুস আর সরবত-

জেপি নাড্ডার বাড়ির মেনুতে রয়েছে, গ্রীষ্মকালীন বিশেষ খাবার। তালিকায় রয়েছে সুস্বাদু জুস ও শেক। যারমধ্যে রয়েছে স্টাফড লিচু, মটকা কুলফি, ম্যাঙ্গো ক্রিম আর নানা ধরনের রাইতা।

মূল খাবার-

জেপি নাড্ডার বাড়ির ভোজের মেনকোর্সে রয়েছে বাহারি পদ। সেখানে রয়েছে, রাজস্থানী বিশেষ করে যোধপুরি সবজি, ডাল, দম বিরিয়ানি, পাঁচ ধরনের রুটিও থাকবে। আটা, ময়দার পাশাপাশি জব বা মিলিটের তৈরি রুটি। রাজস্থানী খাবারের পাশাপাশি থাকবে পঞ্জাবি খাবারের কাউন্টার। খাবারের তালিায় রয়েছে দম বিরিয়ানি আর খিচুড়িও।

সম্পাদকীয়

বাংলার কপালে দুই প্রতিমন্ত্রী

উনিশের লোকসভা ভোটে বাংলা থেকে বিজেপি পেয়েছিল ১৮জন সাংসদ। একইসঙ্গে বিজেপি দেশের মধ্যে পেয়েছিল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতাও। কিন্তু বাংলার ভাগে তারপরেও একজনও পূর্ণমন্ত্রী পদ জোটেনি নরেন্দ্র মোদির মন্ত্রিসভায়। মোদির প্রথম দফার রাজত্বপাটে তাঁর মন্ত্রিসভায় বাংলা থেকে ঠাঁই পেয়েছিলেন বাবুল সুপ্রিয়।এবারের লোকসভা নির্বাচনে দেশজুড়ে কমেছে বিজেপির সাংসদ সংখ্যা। তাই তাঁদের জোট শরিকদের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে। স্বাভাবিক ভাবেই মন্ত্রিসভায় বিজেপির সদস্য সংখ্যাও কমছে। বাংলাতেও কমেছে বিজেপির সাংসদ। ১৮ থেকে কমে হয়েছে ১২। আর তাই কেন্দ্রের মন্ত্রিসভায় এবার বাংলার প্রতিনিধিত্ব কমে ২ হবে না ৩ হবে সেই নিয়ে জল্পনা চলছে। বঙ্গ বিজেপির একটি সূত্র বলছে, উত্তরবঙ্গ থেকে ১জন ও দক্ষিণবঙ্গ থেকে ১জন সাংসদকে মন্ত্রী করা হতে পারে। সেক্ষেত্রে কপালে শিকে ছিঁড়তে পারে সুকান্ত মজুমদার ও শান্তনু ঠাকুরের। আবার অপর একটি সূত্র বলছে সুকান্ত মজুমদারের জায়গায় মনোজ টিগ্গা আসতে পারেন। এবং যদি ৩জনকে মন্ত্রী করা হয় তাহলে সেখানে কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি তথা তমলুকের বিজেপি সাংসদ অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম উঠে আসতে পারে। এছাড়াও মন্ত্রীত্বের দৌড়ে থাকছেন পুরুলিয়ার দুবারের সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো, রানাঘাটের দুবারের সাংসদ জগন্নাথ সরকার, বিষ্ণুপুরের তিনবারের সাংসদ সৌমিত্র খাঁ ও জলপাইগুড়ির দুবারের সাংসদ জয়ন্ত রায়। তবে কার কার ভাগ্যে শিকে ছেড়ে, সেটাই এখন দেখার।

জীবনে সাফল্যের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে গেলে অবশ্যই প্রয়োজন বন্ধুদের সহায়তা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(পঞ্চম পর্ব)

সর্বজনশ্রদ্ধেয় একটি অবস্থান ধরে রেখেছেন। টিকে আছেন তার কর্মবহুল জীবনের কর্ম ও সৃষ্টির মাধ্যমে। কর্মজীবনের শুরুতেই তিনি পাঞ্জাবকে বিদেশি শাসনমুক্ত করতে রাজাকে সাহায্য করেন। এরপর অযোগ্য শাসক নন্দ রাজাকে উতখাত করে চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যের সঙ্গে আরও রাজ্য যুক্ত করেন এবং সাম্রাজ্যে শান্তি, সমৃদ্ধি ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে তার ভূমিকা পালন করেন। কেবল চন্দ্রগুপ্তের আমলই নয়, পরবর্তীকালের ভারতীয় সম্রাটদের শাসন কৌশলে দারুণভাবে প্রভাব পড়ে চাণক্য নীতির। এর সবচেয়ে বড় উদাহরণ হচ্ছে মৌর্য বংশের তৃতীয় শাসক সম্রাট অশোকের শাসন। এই সময়টি এতটাই পরিশীলিত ছিল যে বর্তমান ভারতের রাষ্ট্রীয় মনোগ্রামেও প্রাচীন ও গভীর ঐতিহ্যবাহী অশোক-স্তম্ভের উপস্থিতি রয়ে গেছে। এমনকি এরও পরে বিক্রমাদিত্যের শাসনকালের কিংবদন্তীয় উপকথাগুলোর জনপ্রিয় লোকভাষ্য থেকেও তা ধারণা করা যায় হয়তো। এই বিজ্ঞ ও বাস্তবজ্ঞানসম্পন্ন দার্শনিক ধর্ম, নীতিশাস্ত্র, সামাজিক আচরণ ও রাজনীতির ক্ষেত্রে বিশেষ কিছু

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

বিদ্যুৎ বিভ্রাট এড়াতে এবার কলকাতা মেট্রোতে ব্লু লাইন পরিষেবা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বেবি চক্রবর্ত্তী: নিউজ সারাদিন : বিদ্যুৎ বিভ্রাটের জেরে মেট্রো পরিষেবায় বিঘ্ন নতুন কোনও বিষয় নয়। মাঝেমধ্যেই সে ভোগান্তি পোহাতেই হয় সাধারণ যাত্রীদের। তবে এবার যাত্রী সুবিধায় নয়া পদক্ষেপ কলকাতা মেট্রোর। বিদ্যুৎ বিভ্রাটেও টানেলে আর থমকে থাকবে না মেট্রো। বরং ক্রমশ গন্তব্যের পথে এগোতে থাকবে মেট্রো। সব ঠিকঠাক থাকলে চলতি বছরের শেষের দিকে কলকাতা মেট্রোর ব্লু লাইনে চালু হবে এই পরিষেবা।

মেট্রো রেল সূত্রে জানা যায় ব্লু লাইনে সেন্ট্রাল সাবস্টেশনে ব্যাটারি এনার্জি স্টোরেজ সিস্টেম চালু করা হবে। ইনভার্টার এবং অ্যাডভান্সড কেমিস্ট্রি সেল ব্যাটারিকে কাজে লাগিয়ে এই সিস্টেম চালু করা হবে। মেট্রো স্টেশনগুলিতে ২ মেগাওয়াট ক্ষমতার মোট ৭টি ইউঝঝ ইনস্টল করার পরিকল্পনা রয়েছে। তার ফলে টানেলে থাকাকালীন বিদ্যুৎ বিভ্রাট হলেও কমপক্ষে ৩০ কিলোমিটার বেগে রেক নিয়ে পরবর্তী স্টেশনে পৌঁছতে পারবে মেট্রো। আর বিদ্যুৎ বিভ্রাটের ফলে সমস্যায় ভুগতে হবে না যাত্রীদের। এই প্রকল্প বাস্তবায়নে বহু বিদেশি বহুজাতিক সংস্থা কলকাতা মেট্রোর সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধতে আশা প্রকাশ করেন। মেট্রো কর্তৃপক্ষের পরিকল্পনা অনুসারে এবার চলতি বছরের শেষের দিকে এই বিশেষ পদ্ধতি মেট্রোকে যুক্ত করা হবে। যদি নির্ধারিত ডেডলাইন অনুযায়ী কাজ শেষ হয় তবে কলকাতা মেট্রোতেই প্রথম এই পরিষেবা যুক্ত হতে চলেছে। কম খরচে অতি দ্রুত গন্তব্যে পৌঁছনোর ক্ষেত্রে মেট্রোই প্রথম ভরসা আমজনতার। দক্ষিণ থেকে উত্তরের দিকে ক্রমশ বাড়ানো হচ্ছে মেট্রোর রুট। যাতে যাত্রীরা যে উপকৃত হয়েছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। সম্প্রতি ঘূর্ণিঝড় রেমালের পর জলযন্ত্রণায় ভোগান্তির শিকার হয়েছিলেন যাত্রীরা। তবে যাত্রী ভোগান্তি দূর করতে সবসময়ই মেট্রো কর্তৃপক্ষ কাজ করে চলেছে বলেই দাবি। বিইএসএস পদ্ধতি চালু হলে মেট্রোয় যাতায়াত যে আরও সহজ হবে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। এবার মেট্রোতে ব্লু লাইন পরিষেবার জন্যই বিদ্যুৎ বিভ্রাট কমতে পারে বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞ মহল।

কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা পেলেন কার্তিক মহারাজ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের মুর্শিদাবাদের বেলডাঙার সন্ন্যাসী কার্তিক মহারাজের (স্বামী প্রদীপ্তানন্দ) নিরাপত্তার দায়িত্বে এখন থেকে থাকবেন কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা বাহিনীর চার জওয়ান।মুখ্যমন্ত্রীর ওই মন্তব্যের পর নিরাপত্তা চেয়ে কলকাতা হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলন কার্তিক মহারাজ। আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের আশ্রমে হামলা হতে পারে! আশ্রম ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়া হবে বলে একটি হুমকি-চিঠিও তাঁর কাছে এসেছে বলে আদালতে জানিয়েছিলেন কার্তিক মহারাজ। ভোট মিটতেই এবার তাঁর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হল। এখন থেকে মহারাজের নিরাপত্তায় থাকবেন চার জন জওয়ান।ভোট মিটতেই তাঁর জন্য ব্যবস্থা করা হল বিশেষ নিরাপত্তার।ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে কার্তিক মহারাজ বলেন, "সন্ন্যাসী হিসাবে আমার নিরাপত্তাহীনতা কিংবা বাড়তি নিরাপত্তার কোনও লালসা নেই। কিন্তু আমার আশ্রমে দু'হাজারেরও বেশি ছাত্রছাত্রী রয়েছে। তাঁদের কথা ভেবে নিরাপত্তার আবেদন করেছিলাম। সেটা মঞ্জুর হয়েছে।"

লোকসভা ভোটের মধ্যে গত ১৮ মে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আরামবাগের সভা থেকে সরাসরি কার্তিক মহারাজের নামোল্লেখ করে বলেছিলেন, 'আমি ভারত সেবাশ্রম সংঘকে অনেক সম্মান করতাম, কিন্তু যে লোকটা তৃণমূলের এজেন্টকে বসতে দেন না তাঁকে আমি সাধু বলে মনে করি না। তার কারণ, সে 'ডাইরেক্ট পলিটিক্স' করে দেশটার সর্বনাশ করছে।"মমতা এও বলেন, "সব সজ্জন সমান হয় না। সব সাধুও নয়। আমাদের মধ্যেই কি সবাই সমান আছেন? আমি আইডেনটিফাই করেছি বলেই বলছি।" পাল্টা হিসেবে নির্বাচনী প্রচারে এসে কার্তিক মহারাজের পাশে দাঁড়াতে দেখা গিয়েছিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে।

বড় ধাক্কা জেলবন্দী তৃণমূল নেতা আরাবুল ইসলামের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বড় ধাক্কা জেলবন্দী তৃণমূল নেতা আরাবুল ইসলামের। ভাঙড়ের প্রাক্তন এই তৃণমূল বিধায়ক গত বছর পঞ্চায়েত নির্বাচনের পরে হয়েছিলেন ভাঙড়-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি। কিন্তু লোকসভার ভোট মিটতেই আরাবুলকে সেই পদ থেকে সরিয়ে দিল তৃণমূল। মঙ্গলবার ভোটের ফলাফল প্রকাশের পর বৃহস্পতিবার ভাঙড়ের বিজয়গঞ্জ বাজারে জরুরি ভিত্তিতে বৈঠক ডাকেন ক্যানিং পূর্ব তৃণমূল বিধায়ক শওকত মোল্লা।২০০৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে ভাঙড় ছিল বসিরহাট লোকসভার অন্তর্গত। সেই ভোটে তৃণমূল প্রার্থী সুজিত বসু ভাঙড় থেকে ৫২ হাজারের বেশি ভোটে পিছিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু তারপরেও ২০০৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ভাঙড় আসনে তৃণমূলের টিকিটে জিতেছিলেন আরাবুল। সেই ভোটে বামফ্রন্টের ২৩৫ আসন জয়ের মধ্যেও ভাঙড়ে আরাবুলের জয় তৃণমূলের কাছে ছিল বড় প্রাপ্তি। সেই থেকেই রাজ্য রাজনীতিতে আলোচনায় উঠে আসেন আরাবুল। কার্যত তখন থেকেই ভাঙড়ে 'আরাবুল জমানা'র সূত্রপাত। অধুনা জেলবন্দি নেতা পার্থ চট্টোপাধ্যায় আরাবুলকে 'ভাঙড়ের তাজা নেতা' বলে আখ্যা দেওয়ার পরে দলের অন্দরে ভাঙড়ের বিধায়কের 'প্রতাপ' আরও বৃদ্ধি পায়। কিন্তু সিপিএমের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পাশাপাশি নিজের দলের মধ্যেও অন্তর্দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়েছিলেন আরাবুল। সেই ঘটনার জেরে ২০১১ সালের বিধানসভা ভোটে রাজ্য জুড়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জয়জয়কার হয়ে রাজ্যে পালাবদল হলেও ভাঙড়ে পরাজিত হন আরাবুল। ২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ভাঙড় তৃণমূলের দখলে এলেও একুশের ভোটে তা আবারও হাতছাড়া হয়েছে।সেই বৈঠকেই দলীয় সিদ্ধান্তের কথা স্থানীয় নেতৃত্বকে জানিয়ে দেন তিনি। বৈঠকে তিনি জানিয়ে দেন, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি দীর্ঘ দিন না থাকায় কাজকর্মে অসুবিধা হচ্ছে। তাই তাঁর বদলে পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি সোনালি বাছাড়কে সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে। সহ-সভাপতির দায়িত্ব সামলাবেন তিনি। সূত্রের খবর, জেল থেকে ছাড়া পেলেও আরাবুলকে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পদে ফেরানো হবে কিনা, সে বিষয়ে স্পষ্ট কোনও কথা জাননি শওকত।চলতি বছর ৮ ফেব্রুয়ারি তোলাবাজির অভিযোগে ঘটনায় আরাবুলকে গ্রেফতার করে কলকাতা পুলিশ। সেই থেকেই জেলবন্দি তিনি। এ বার তাঁর অনুপস্থিতিতে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হল তাঁকে। দলগত ভাবে আরাবুলের এখন আর দলের কোনও পদে নেই। কারণ, গত বছর পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে ভাঙড় বিধানসভার 'আহ্বায়ক' পদ দেওয়া হয়েছিল আরাবুলকে। সেই পদ থেকে এপ্রিল মাসে তাঁকে সরিয়ে দেওয়া হয়। ওই পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার পরে আরাবুল দলের আর কোনও সাংগঠনিক বা প্রশাসনিক দায়িত্বে নেই। এখন তিনি শুধু তৃণমূলের একজন কর্মী। আর তার জেরেই ভাঙড়ে এখন বেশ খুশির হাওয়া। অনেকেই মনে করছেন ভাঙড়ে এবার 'আরাবুল জমানা'য় ইতি পড়ে গেল। সব থেকে বড় কথা, আরাবুলের আইনজীবী ফিরোজ এডুলজি সম্প্রতি কলকাতা হাইকোর্টে নিজেই জানিয়েছেন যে, পুলিশি হেফাজতে রেখেই একের পর এক মামলায় যুক্ত করা হচ্ছে আরাবুলকে। স্বাভাবিক ভাবেই তৃণমূলের এই 'তাজা নেতা'র ভবিষ্যৎ যে এখন অন্ধকারে তা তাঁর অনুগামীরাও বুঝতে পারছেন।

বিপদে পড়লে স্মরণ করো রক্ষা করবে ব্রহ্মচারী বাবা লোকনাথ

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

আমরা সব ধর্মের মানুষ মনেপ্রাণে ঈশ্বর বিশ্বাস করি, অনেকেই ঈশ্বরকে মানে না কিন্তু বর্তমান ভারতবর্ষের তথা পৃথিবীজুড়ে ঈশ্বরের একটি প্রাকৃতিক শক্তি বিরাজমান, যাকে আমরা সুপ্রিয় শক্তি বলে অনেকেই ধারণা। তাকেই প্রার্থনা করলে মানুষের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে রক্ষা করেন তিনি। এমন কথা অনেক মানুষের মুখেই শোনা যায়, "আমি অতিপ্রাকৃত শক্তিতে বিশ্বাস করি কারণ আমি এমন অনেক ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী যা পুরোপুরি অলৌকিক।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

সিনেমার খবর

cinema TV

সানি দেওলের বিরুদ্ধে প্রযোজকের চাঞ্চল্যকর অভিযোগ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বলিউড অভিনেতা সানি দেওল। এই অভিনেতার সিনেমা 'গদর ২'-এর সাফল্যের পর বেশ কিছু বড় বাজেটের সিনেমার প্রস্তাবও রয়েছে তার হাত। এর মাঝেই অভিনেতার নামে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ করলেন বলিউড প্রযোজক সৌরভ গুপ্ত। অগ্রিম পারিশ্রমিক নিয়েও সিনেমা না করার অভিযোগ অভিনেতার বিরুদ্ধে। সম্প্রতি বিষয়টি নিয়ে সংবাদ সম্মেলন করেন সৌরভ। সেখানেই তিনিসহ আরও বেশকজন নির্মাতা সানির বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুলে ধরেন।

সৌরভের অভিযোগ, ২০১৬ সালে একটি সিনেমায় অভিনয়ের জন্য সানি দেওল তাঁর কাছ থেকে অগ্রিম পারিশ্রমিক নিয়েছিলেন। সিনেমাটি শুরু করবেন বলে প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন। শুটিং শুরু করবেন বলে কয়েক দফা টাকা নিলেও সময় দেননি সানি। তবে সাম্প্রতিক 'গদর ২' ব্যাপক সাফল্যের পর তিনি আর সিনেমাটির শুটিং করবেন না বলে নির্মাতাকে জানিয়ে দেন।

সৌরভ গুপ্তের কথায়, 'সানি দেওলের সঙ্গে ২০১৬ সালে একটি সিনেমার চুক্তি করি। সেখানে নায়ক হিসেবে তাকে ৪ কোটি রুপি পারিশ্রমিক দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। আমরা তাঁকে এক কোটি রুপি অগ্রিম দিই। কিন্তু তিনি আমার সিনেমা শুরু করার পরিবর্তে আরেকটি সিনেমার শুটিং শুরু করেন। এরপর তিনি আমার কাছে আরও টাকা চান, এখন পর্যন্ত সানিজির অ্যাকাউন্টে আমি ২ কোটি ৫৫ লাখ রুপি দিয়েছি।'

চলচ্চিত্র নির্মাতা আরও অভিযোগ করেছেন যে সানি দেওল তার কোম্পানির সঙ্গে ২০২৩ সালে একটি জাল চুক্তি সই করেছিলেন। তিনি বলেন, 'আমরা যখন চুক্তিটি পড়ি, তখন আমরা দেখি চুক্তিপত্রটির মাঝের একটি পৃষ্ঠা পরিবর্তন করা হয়েছে। যেখানে ফি-এর পরিমাণ চার কোটি রুপি থেকে বাড়িয়ে আট কোটি রুপি এবং মুনাফা বাড়িয়ে ২ কোটি রুপি করা হয়েছে। যা আমাদের হতবাক করে।'

সৌরভ গুপ্ত আরও জানিয়েছেন, তিনি সানি দেওলের বিরুদ্ধে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করেছেন। গত ৩০ এপ্রিল সানি দেওলকে নোটিশ দিয়েছে পুলিশ। তাঁর অফিসে একটি চিঠি পাঠানো হয়েছে। সেই সময় তিনি শহরের বাইরে ছিলেন বলা হয়েছে।

'জানওয়ার' (১৯৯৯) এবং 'আন্দাজ' (২০০৩) এর মতো সিনেমার জন্য পরিচিত চলচ্চিত্র নির্মাতা সুনীল দর্শনও একই সংবাদ সম্মেলনে সৌরভ গুপ্তর সমর্থনে উপস্থিত ছিলেন। তিনি সেখানে অভিযোগ করেন তিনিও সানি দেওলের সঙ্গে একই সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন।

সুনীল বলেন, 'সানি দেওল আমার 'অজয়' সিনেমার স্বত্ব কিনেছেন। তিনি আমাকে শুধুমাত্র ভারতের বাইরে প্রদর্শনের জন্য অর্থ প্রদান করেন। বাকি অর্থ তিনি আমাকে কখনো পরিশোধ করেননি। পরে সানি আমাকে তাঁর সঙ্গে একটি প্রোজেক্টে কাজ করার অনুরোধ করেন এবং বলেন, 'আমাকে বিশ্বাস করুন, আমাকে সাহায্য করুন' এবং পরে আমার কাছ থেকে আবারও টাকা দাবি করেন।'

এবার প্রযোজনা সংস্থা খুলছেন শুভশ্রী!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : টলিউডে নিজেকে আরও এক ধাপ এগিয়ে নিতেই নতুন পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছেন শুভশ্রী গাঙ্গুলি। ইতোমধ্যেই ওয়েব সিরিজ ও সিনেমা প্রযোজনার অভিজ্ঞতা হয়েছে তার। আর এবার রাজ ঘরনী নিজেই খুলতে চাচ্ছেন আলাদা প্রযোজনা সংস্থা। চলতি বছরে আগস্ট মাসে মুক্তি পাবে রাজ চক্রবর্তী পরিচালিত সিনেমা 'বাবলি'। গত বছর আগস্ট মাসে মুক্তি পায় রাজ পরিচালিত ওয়েব সিরিজ 'আবার প্রলয়'। এই দু'টি কাজেই প্রযোজক টলিউড অভিনেত্রী শুভশ্রী গাঙ্গুলী।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, রাজের নিজস্ব প্রযোজনা সংস্থা আছে। ওই প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানের অধীনে অভিনয়ও করেছেন শুভশ্রী। এবার অভিনেত্রী নিজেই প্রযোজনা সংস্থা শুরু করতে যাচ্ছেন।

একটি সূত্র জানিয়েছে, তাদের ঘনিষ্ঠ মহলে তিনি বিষয়টি নিয়ে নাকি মতামতও চেয়েছেন। রাজ এবং শুভশ্রী একে অপরের সঙ্গে হাত মিলিয়েই নিজ নিজ প্রযোজনা সংস্থাকে এগিয়ে নিয়ে যাবেন।

এর আগে 'ইন্দুবালা ভাতের হোটেল' ওয়েব সিরিজে অভিনয় করে সমালোচকদের প্রশংসা কুড়িয়েছেন শুভশ্রী। অভিনয়ে জনপ্রিয়তা প্রেয়েছেন, খ্যাতি পেয়েছেন এবার প্রযোজনা সংস্থা নিয়ে কতদূর যেতে পারেন- তা দেখা এবং জানার জন্য অপেক্ষা করতে হবে শুভশ্রী ভক্তদের।

স্মৃতিকথা লিখছেন বিপাশা বসু

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : অভিনয়ে বিরতিতে থাকা বলিউডি অভিনেত্রী বিপাশা বসু এবার কলম ধরেছেন। লেখক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করতে চলেছেন এই অভিনেত্রী। বিপাশা বলেছেন, একটি বই লিখবেন তিনি। তবে গল্প বা কোনও উপন্যাস নয়, স্মৃতিকথা লিখবেন তিনি। এই অভিনেত্রী মনে করেন, নিজেকে খোঁজার উপায় এবং জীবনে শান্তির বার্তাই পাঠকের কাছে পৌঁছে দেবে তার বইটি। 'আমি জীবনে প্রচুর ওঠানামা দেখেছি। কিন্তু তারপরেও আজ যেখানে রয়েছি, তা সম্ভব হয়েছে জীবনের ইতিবাচক দিকগুলোয় মন দেওয়ার ফলেই। এবার সেগুলো আমি অনুরাগীদের সঙ্গে ভাগ করে নিতে চাই।' বিপাশার বইটির শিরোনাম এখনও চূড়ান্ত নয়। প্রকাশিত হবে আগামী বছর। মা হওয়ার আগে থেকে প্রায় বছর দুয়েক হল সিনেমা থেকে নিজেকে দূরে রেখেছেন বিপাশা। অভিনেত্রী জানিয়েছেন মেয়ের সঙ্গেই তিনি বেশি সময় কাটাচ্ছেন। ২০০১ সালে আজনবি সিনেমা দিয়ে বলিউডে অভিষিক্ত বিপাশা পরে অনেক হিট ছবি দিয়ে দর্শকদের মন কাড়েন। ২০১৫ সালে হরর সিনেমা 'অ্যালোন'র সেটে বিপাশার সঙ্গে পরিচয় অভিনেতা করন সিং গ্রোভারের। এরপরই প্রেমের সূচনা। পরিচয় প্রেমে গড়াতে না গড়াতে পরের বছরই বিয়ে করেন তারা। ২০২২ সালে কন্যা সন্তানের মা হন বিপাশা।

ইংরেজি বলা নিয়ে সমালোচনার জবাব দিলেন কিয়ারা আদভানি!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : সম্প্রতি কান চলচ্চিত্র উৎসবে যোগ দিতে ফ্রান্সে যান কিয়ারা আদভানি। এটাই তার কান-এ প্রথমবার যাওয়া। প্রতি বছরই নানা পোশাক পরে কান চলচ্চিত্র উৎসবের লাল গালিচায় নজর কাড়েন ভারতীয় তারকারা। সেই তালিকায় অনেক আগেই নাম লিখিয়েছেন দীপিকা পাড়ুকোন, ঐশ্বরিয়া রাই, আনুশকা শর্মা, সোনম কাপুর, সারা আলি খান, অদিতি রাও-সহ একাধিক অভিনেতা-অভিনেত্রী। এই প্রথম দেখা গেল কিয়ারাকে। সেখানে অড্রি হেপবার্নের মতো কিয়ারার পোশাক যতটা প্রশংসিত হয়েছে, ততটাই সমালোচিত হয়েছেন তিনি তার ইংরেজি বলার ধরনের কারণে। গত কয়েকদিন ধরেই নেটপাড়ায় হাসাহাসি হচ্ছে তাকে নিয়ে। অবশেষে কটাক্ষের জবাব দিলেন অভিনেত্রী! কানে উপস্থিত আলোকচিত্রীদের সঙ্গে কথা বলার সময়ে তিনি বলেন, আমার কাছে কান-এ আমন্ত্রণ পাওয়াটা খুবই সম্মানজনক। আমার ক্যারিয়ারের এক দশক হতে চলেছে। তার মাঝে অসাধারণ একটি প্রাপ্তি হল আমার। প্রথমবারের মতো কান চলচ্চিত্র উৎসবে আসতে পেরে এবং 'রেড সি ফাউন্ডেশন ফর উইমেন ইন সিনেমা' কর্তৃক সম্মানিত হতে পেরে আমি আপ্লুত। পুরো কথাটিই তিনি ইংরেজিতে বলেছেন এবং নায়িকার বলার ভঙ্গি নিয়ে নেটমাধ্যমে হাসির রোল উঠেছে। অনেকেই তার এই কথা শুনে বলেছেন, কিয়ারা কি নিজেকে কিম কার্ডাশিয়ান মনে করছেন? অনেকে আবার বলেছেন, ভারতের বাইরে বেরিয়েই বিদেশি হয়ে গিয়েছেন নাকি নায়িকা! কান-এ থাকাকালীন এ নিয়ে কোনও মন্তব্য করেননি কিয়ারা, দেশে ফিরতেই কটাক্ষের জবাবে তিনি সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, যে নারী অন্য নারীর হয়ে কথা বলে, তার পাশে দাঁড়ান, তাকে উৎসাহ দিন, যাতে সেই মানুষটি নিজেকে বিশ্বাস করা শুরু করে।

এবার কি সিরিয়ালে অভিনয় শুরু করলেন কোয়েল মল্লিক

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বড় পর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিককে এবার দেখা গেলো একটু ভিন্ন পর্দায়। সম্প্রতি একটি টেলিভিশন সিরিয়ালের প্রোমোতে দেখা গেছে এই অভিনেত্রীকে। এর আগে টালিগঞ্জের বহু অভিনেতা-অভিনেত্রীই বড় পর্দা থেকে সরে এসে ছোট পর্দায় কাজ করেছেন। প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, পাওলি দামরাও এর ব্যতিক্রম নন; অভিনয় করেছেন ছোট পর্দায়। এবার নিশ্চই বাংলা সিরিয়ালে কোয়েলকে দেখা যাবে- এমনটি ধরে নিয়েছেন অনেকে। আবার কেউ কেউ মনে করছেন কোয়েলের মত একজন তারকাকে দিয়ে ওই সিরিয়ালটির প্রচারণার কাজ চালানো হচ্ছে।

মূলত বঁধুয়া নামের একটি বাংলা সিরিয়ালের প্রমোশনাল ভিডিওতে কোয়েল মল্লিককে দেখা গেছে। তাতে দেখা যায়, নায়কের চরিত্রে আবির সারাক্ষণই সমর্থন করে চলেছে নায়িকা পেখমকে। খলনায়কের হাতে ছোটবেলায় যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন নায়িকা। ফলে নায়ককে নিজের শরীর স্পর্শ করতে দিতে চাইত না নায়িকা। সত্যিটা জানতে পেরে নায়িকার পাশে এসে দাঁড়ায় নায়ক। এমন সময় হাজির হতে দেখা যায় কোয়েলকে। নায়িকা পেখমকে এসে অভিনন্দন জানিয়ে কোয়েল বলেছেন, এভাবেই রুখে দাঁড়াতে হয়। এসময় পেখমের স্বামীকে পাশে থাকার জন্য অভিনন্দন জানান কোয়েল।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম খবর, শুধুমাত্র প্রমোশনের জন্যই কোয়েলের এই আগমন। বিষয়টি পুরোটাই প্রচার, তবে স্থায়ীভাবে ওই সিরিয়ালে অভিনয় করবেন না তিনি। বঁধুয়া নামের ওই ধারাবাহিকে দেখানো হচ্ছে চাইল্ড অ্যাবিউজ, অর্থাৎ শিশু নির্যাতনের কাহিনি। ধারাবাহিকের হিরো সারাক্ষণই সমর্থন করে চলেছে নায়িকাকে। সিরিয়ালটির নির্মাতারা বলছেন, আপাতত কোয়েলকে দিয়েই এই প্রোমোশনাল ভিডিওটির শুটিং করানো হয়েছে। শিশু নির্যাতনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে সাহায্য করেছেন কোয়েল। স্বামীদের তাদের স্ত্রীর পাশে দাঁড়াতে উজ্জীবিত করেছেন।

উল্লেখ্য, মাত্র ২১ বছর বয়সে সুপারস্টার জিৎ-এর বিপরীতে 'নাটের গুরু' সিনেমা দিয়ে কোয়েলের পর্দায় অভিষেক। রঞ্জিত কন্যা হিসেবে নয়, ইন্ডাস্ট্রিতে নিজের আলাদা পরিচয় গড়ে তুলেছেন অভিনেত্রী। সেই পরিচয়েই পরিচিত করেছেন নিজেকে। নিজের ক্যারিয়ারে দেব, যিশু সেনগুপ্ত, আবির চট্টোপাধ্যায়, পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়, সোহম চক্রবর্তীদের বিপরীতে একাধিক সিনেমাতে অভিনয় করেছেন কোয়েল মল্লিক। রোম্যান্টিক হোক কিংবা থ্রিলার, বড় পর্দায় সমান দাপট দেখিয়েছেন তিনি, ডাক পেয়েছেন বলিউড থেকেও।

অভিনয়ের পাশাপাশি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মনোবিজ্ঞানে স্নাতক কোয়েল। ব্যক্তিগত জীবনে ২০১৩ সালে সুরিন্দর ফিল্মসের মালিক নিসপাল সিং রানের সঙ্গে সাত পাকে বাঁধা পড়েন তিনি। জানা যায়, বিয়ের আগে সাত বছর প্রেম করেছেন এই জুটি। ২০২০ সালে দম্পতির সংসার আলো করে আসে প্রথম সন্তান কবীর।

ইউরো প্রস্তুতি : জয়ে ফিরল ইংল্যান্ড,

আক্রমণের ঝড় বইয়েও পারলনা জার্মানি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ইউরোপ শ্রেষ্ঠত্বের লড়াই ইউরোর বাকি আর মাত্র সপ্তাহ খানেক। মূল প্রতিযোগিতার আগে সোমবার শেষ প্রস্তুতিপর্বে নেমেছিল দুই সাবেক বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ড ও জার্মানি।তবে দুই দলের অভিজ্ঞতা হয়েছে পুরোপুরি ভিন্ন।

বসনিয়া হার্জেগোভিনার বিপক্ষে অনায়াস জয় পেয়েছে সাম্প্রতিক সময় কিছুটা ছন্দহীন ইংল্যান্ড। নিউক্যাস্বলের সেন্ট জেমস পার্কে প্রস্তুতি ম্যাচটি ৩-০ ব্যবধানে জিতেছে সাউথগেটের দল।ঘরের মাঠে পুরো ম্যাচ জুড়ে আধিপত্য দেখিয়েছে ইংলিশরা।

দলের হয়ে একবার করে জালের দেখা পান কোল পালমার,অ্যালেকজ্যান্ডার-আর্নল্ড ও হ্যারি কেইন।তিন ম্যাচ পর এবং এই বছরে প্রথম জয়ের দেখা পেল পুরো ম্যাচে গোলের জন্য ২৫ টি শট নেওয়া ইংল্যান্ড।

তবে আরেক বিশ্বচ্যাম্পিয়ন জার্মানির অভিজ্ঞতাটা সুখকর হয়নি।ইউরোর মূল পর্বের টিকিট না পাওয়া ইউক্রেনের বিপক্ষে জার্মানিরও ছিল একক আধিপত্য। পুরো ম্যাচের গোলের জন্য ২৭টি শট নিয়েও গোলের দেখা পায়নি নাগাসম্যানের দল।

ফলে নুরেমবার্গে সোমবার রাতে নিজেদের শেষ প্রীতি ম্যাচ ইউক্রেনের বিপক্ষে গোলশূন্য সমতায় মাঠ ছাড়তে হয় জার্মানিকে।

ফলে এই বছর প্রথম জয়বঞ্চিত থাকল চারবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা। দীর্ঘদিনের বিবর্ণতা কাটিয়ে এই বছরের শুরুটা বেশ ভালো হয় জার্মানদের। গত মার্চের দুই প্রীতি ম্যাচে ফ্রান্সকে ২-০ গোলে হারানোর পর নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে ২-১ গোলে জেতে ইউলিয়ান নাগেলসমানের দল।

তবে ৬০ শতাংশ সময় আর ২৭ টি শট নিয়েও ইউক্রেনেকে হারাতে না পারার হতাশা ঘরের মাঠে মূল পড়বে কোন ধরনের প্রভাব ফেলবেনা না বলেই নিশ্চয়ই প্রত্যাশা থাকবে জার্মান সমর্থকদের।

কোহলি হবেন বিশ্বকাপের

সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক : স্মিথ

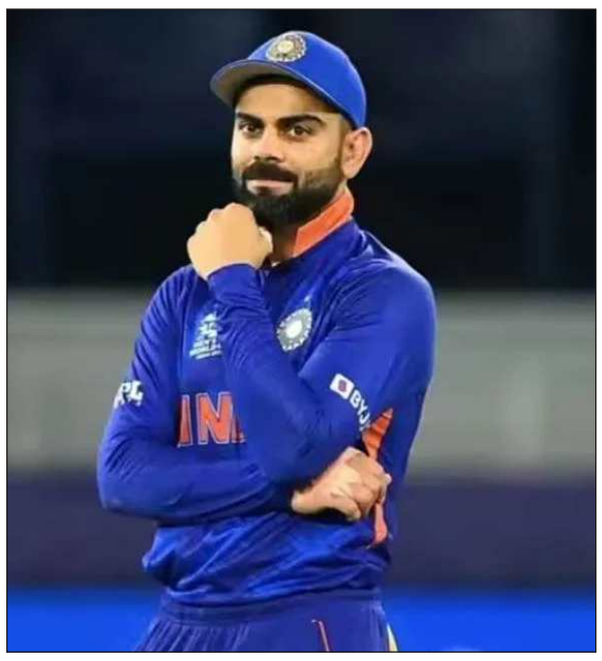

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : ভারতের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু হচ্ছে আজ বুধবার থেকে। বিশ্বমঞ্চে নামার আগে ভারত বাংলাদেশের বিপক্ষে ওয়ার্মআপ খেললেও তাদের তারকা ব্যাটার বিরাট কোহলি ছিলেন না। তবে মঙ্গলবার নেটে অনুশীলন করেছেন তিনি। ডানহাতি ব্যাটার এই টুর্নামেন্ট শেষে রান সংগ্রাহকের তালিকায় সবার উপরে থাকবেন বলে মনে করেন অস্ট্রেলিয়ার সাবেক অধিনায়ক স্টিভ স্মিথ।

আইসিসির ডিজিটাল প্রোগ্রামে স্মিথ বলেন, কোহলি হবে এই টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক। দুর্দান্ত এক আইপিএল কাটিয়ে এসেছে সে এবং অসাধারণ ফর্মে আছে। আমি মনে করি, সে-ই হবে সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সবশেষ আসরেও সর্বোচ্চ রানসংগ্রাহক ছিলেন কোহলি। ৬ ম্যাচে ৪ ফিফটিসহ ৯৮.৬৬ গড়ে ২৯৬ রান করেছেন তিনি। শুধু তা-ই নয়, বিশ্বকাপ ইতিহাসেরই সর্বোচ্চ রান সংগ্রাহক ভারতীয় এই ব্যাটার। ২৭ ম্যাচে ৮১.৫০ গড়ে ১ হাজার ১৪১ রান এসেছে তার ব্যাট থেকে। ১ হাজার ১৬ রান নিয়ে দুইয়ে আছেন মাহেলা জয়াবর্ধনে।

ব্রুনোর জোড়া গোলে

পর্তুগালের অনায়াস জয়, তুরস্কের বিপক্ষে ইতালির হোঁচট

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : একাদশে ছিলেনা দলের সবচেয়ে বড় তারকা ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো। ছিলেন না নিয়মিত আরও অনেক খেলোয়াড়ও। তারপরও 'দুর্বল' ফিনল্যান্ডের বিপক্ষে জয় পেতে অসুবিধা হয়নি পর্তুগালের। আসন্ন ইউরোর প্রস্তুতি হিসবে আয়োজিত লিসবনে মঙ্গলবার রাতের প্রীতি ম্যাচটি ৪-২ ব্যবধানে জিতেছে রবার্তো মার্টিনেজের দল।জোড় গোল করে পর্তুগালের জয়ের নায়ক বিরতির পর মাঠে নামা ব্রুনো ফের্নান্দেস।একবার করে জালের দেখা পেয়েছেন রুবেন দিয়াস ও দিয়োগো জটা।

ইউরোর বাছাই পর্বে টানা ১০ ম্যাচে জিতে দুর্দান্ত ছন্দে থাকা পর্তুগাল এ বছরের মার্চে প্রথম হারের স্বাদ পায়।স্লোভেনিয়ার বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচ হেরে বসে ২-০ ব্যবধানে।তবে ইউরোর ঠিক আগে এই জয় বাড়তি আত্মবিশ্বাস জোগাবে মার্টিনেজের শিষ্যদের।

তবে পর্তুগালের জয়ের রাতে হতাশ হয়ে মাঠ ছাড়তে হয়েছে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন ইতালিকে। বোলোনিয়ার রেনাতো স্টেডিয়ামে তুরস্কের বিপক্ষে প্রীতি ম্যাচে আধিপত্য দেখালেও জয় পায়নি লুসিয়ানো স্প্যালোত্তির দল।ম্যাচ শেষ হয় গোলশূন্য সমতায়।

ড্র করলেও তুরস্কের বিপক্ষে না হারার রেকর্ড অক্ষুণ্ন রাখল ইতালি।এ নিয়ে দুই দলের ১৩ বারের দেখায় নয়বার জয় ইতালির; বাকি চার ম্যাচ ড্র।

আগামী ১৪ জুন জার্মানিতে শুরু হতে যাওয়া ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নশিপে ইতালি আছে 'বি' গ্রুপে। এই গ্রুপের অপর তিন দল স্পেন, ক্রোয়েশিয়া ও আলবেনিয়া

ইউভেন্তুস-অ্যালেগ্রি সমঝোতা

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : কোচ মাসিমিলিয়ানো আলেগ্রির সাথে বিদায়ের শর্তে একমত হয়েছে ইউভেন্তুস। দুই সপ্তাহ আগে আলেগ্রির ছাঁটাইয়ের ঘোষণার পর পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে চুক্তি শেষ করতে যাচ্ছে তুরিনের জায়ান্টরা।

গত ১৭ মে ৫৬ বছর বয়সী এই ইতালিয়ান কোচকে বরখাস্তের ঘোষণা দেয় ইউভেন্তুস। আতালান্তার বিপক্ষে ইতালিয়ান কাপের ফাইনালে অফিসিয়ালদের সাথে অশোভন আচরণের জেড়ে আলেগ্রির উপর ক্ষুব্ধ হয় ইউভেন্তুস। সোমবার ক্লাবের ওয়েসবাইটে আলেগ্রির সাথে সব ধরনের চুক্তি বাতিলের বিষয়ে একমত হবার তথ্য নিশ্চিত করে ক্লাবটি। এসময় ক্লাবে অবদানের জন্য আলেগ্রিকে ধন্যবাদ জানানো হয় ও তার ভবিষ্যত শুভকামনা করা হয়।

গত ১৫ মে ১৫তম ইতালিয়া কাপ শিরোপা ঘরে তুলে 'তুরিনের বুড়ি'রা। কিন্তু ম্যাচের একেবারে শেষ মিনিটে অফিসিয়ালদের সাথে বাজে আচরণের কারণে আলেগ্রিকে লাল কার্ড দেখানো হয়। এরপর ম্যাচ পরবর্তী আনুষ্ঠানিকতায় ক্লাবের স্পোর্টিং ডিরেক্টও ক্রিস্টিয়ানো গুনতোলির সাথেও বাজে ব্যবহার করেন আলেগ্রি। বিষয়টি ইতালিয়ান ফুটবল ফেডারেশনের ডিসিপ্লিনারি কমিটি তদন্ত করে। চ্যাম্পিয়ন ইন্টার মিলানের থেকে ২৩ পয়েন্ট পিছিয়ে টেবিলের তৃতীয় স্থানে থেকে এবারের সিরি-এ মৌসুম শেষ করেছে জুভেন্টাস। আলেগ্রির অধীনে জুভেন্টাস দুই মেয়াদে ১২টি শিরোপা জয় করেছে। তার সাথে ক্লাবের চুক্তি মেয়াদ ছিল ২০২৫ সাল পর্যন্ত।

মায়ামিতে আর্জেন্টিনার অনুশীলনে মেসি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : অনুশীলন চলছে ইন্টার মায়ামির সম্পত্তিতে। যেই দলে খেলেন লিওনেল মেসি। তবুও সোমবারই দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন আর্জেন্টাইন অধিনায়ক। মূলত মায়ামির হয়ে মেজর লিগ সকারের (এমএলএস) ম্যাচ থাকায় একদিনের বিশ্রাম নেন তিনি। দলে যোগ দিয়ে সতীর্থদের সঙ্গে এরমধ্যেই অনুশীলনও করেছেন রেকর্ড আটবারের ব্যালন ডি'অর জয়ী এই তারকা। কোপা আমেরিকার শিরোপা ধরে রাখার মিশনে আগামী ২১ জুন কানাডার বিপক্ষে মাঠে নামবে আলবিসেলেস্তেরা। তবে এর আগে আগামী রোববার (৯ জুন) ইকুয়েডরের বিপক্ষে এবং আগামী ১৪ জুন গুয়াতেমালার বিপক্ষে দুটি প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে মেসিরা। এরজন্য শিষ্যদের নিয়ে মার্তিনেজ পা রাখেন রোববার থেকে মায়ামিতে অনুশীলন শুরু করেন কোচ লিওনেল স্কালোনি।

কোপা আমেরিকা ও দুটি প্রীতি ম্যাচের জন্য ২৯ সদস্যের প্রাথমিক স্কোয়াড ঘোষণা করেন আর্জেন্টিনা কোচ। যেখান থেকে তিনজনকে বাদ দিয়ে কোপা আমেরিকার জন্য চূড়ান্ত করা হবে ২৬ জনকে। তবে দলের সঙ্গে শুরুতে ১৫ জন যোগ দিয়েছেন। এরপর ধীরে ধীরে বাকিরা যোগ দিচ্ছেন। সোমবার সকালে হুলিয়ান আলভারেজ এবং অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্তার মায়ামিতে আসেন। পরে মেসি, এনজো ফার্নান্দেজ, লিসান্দ্রো মার্তিনেজ, নাহুয়েল মলিনা, এজাকুয়েল প্যালাসিওস, অ্যাঞ্জেল ডি মারিয়া, নিকোলাস ওতামেন্দি, নিকোলাস গনজালেস এবং লুকাস এদিন বিকেলের অনুশীলনে মোট ২৭ জন খেলোয়াড় উপস্থিত ছিল। তনে এদিনই দলের সঙ্গে যোগ দেওয়ার কথা রয়েছে গঞ্জালো মন্তিয়েলের। রোববারই বাবা হয়েছেন এই ডিফেন্ডার। যে কারণে পরিবারের সঙ্গে থাকার জন্য তাকে আরও কয়েক ঘন্টা সময় দিয়েছে কোচিং স্টাফরা। আর রোববারই টাইগ্রের বিপক্ষে রিভারপ্লেটের ম্যাচ থাকায় গতকাল দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন ফ্রাঙ্কো আরমানি। আগামী শুক্রবার পর্যন্ত ইন্টার মায়ামির সব সুবিধা নিয়ে অনুশীলন চালিয়ে যাবে মেসিরা। ইকুয়েডরের বিপক্ষে প্রথম ম্যাচের মুখোমুখি হওয়ার জন্য শনিবার শিকাগোর উদ্দেশ্যে রওনা হবে দলটি।

থেকে যাওয়ার জন্য

দ্রাবিড়কে বুঝিয়েছিলেন রোহিত

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : চলতি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপই হতে যাচ্ছে ভারতের কোচ হিসেবে রাহুল দ্রাবিড়ের শেষ টুর্নামেন্ট। নতুন কোচের সন্ধান ইতোমধ্যে শুরু করেছে ভারত। তবে দলটির বর্তমান অধিনায়ক রোহিত শর্মা খুব করে চেয়েছিলেন দ্রাবিড় যেন থেকে যান, এজন্য তাকে বুঝিয়েছিলেনও।

'এ' গ্রুপে বুধবার আয়ারল্যান্ডের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে আসর শুরু করবে ভারত। ম্যাচটি নিউইয়র্কের নাসাউ কাউন্টি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে শুরু হবে বুধবার বাংলাদেশ সময় রাত সাড়ে আটটায়।

এর আগে সংবাদ সম্মেলনে আলোচনায় আসে কোচ দ্রাবিড়ের প্রসঙ্গ। সেখানে রোহিত বলেন, 'আমি তাঁকে ভারতীয় দলের কোচ হিসাবে থেকে যাওয়ার জন্য অনেক বোঝানোর চেষ্টা করেছিলাম। তবে আমি বুঝেছি যে এখন তাঁকে অন্য কিছুর দায়িত্ব পালন করতে হবে। আমি ব্যক্তিগতভাবে তাঁর সঙ্গে কাটানো আমার সময়টাকে উপভোগ করেছি।'

২০২১ সালের নভেম্বর থেকে কোচের দায়িত্ব নেন দ্রাবিড়। গত বছরের নভেম্বরে তার মেয়াদ বাড়ানো হয়। এদিকে নতুন হেড কোচের জন্য আবেদনের সময়সীমা ছিল ২৭ মে। তার মধ্যে আবেদন জমা দেননি দ্রাবিড়।

২০০৭ সালে দ্রাবিড়ের অধিনায়কত্বে আন্তর্জাতিক অভিষেক হয়েছিল রোহিতের। সেই সময়ের কথা স্মরণ করে রোহিত বলেন, 'আমি যখন আয়ারল্যান্ডে অভিষেক করি, তখন তিনিই ছিলেন আমার প্রথম আন্তর্জাতিক অধিনায়ক। আমি যখন টেস্ট ম্যাচের জন্য দলে আসি, তাকে খুব কাছ থেকে খেলতে দেখেছি। তিনি আমাদের সকলের জন্য একজন মহান আদর্শ।'

কোচ হিসেবে দ্রাবিড়কে মূল্যায়ন করতে গিয়ে ভারত অধিনায়ক বলেন, 'সে তার কেরিয়ার জুড়ে অনেক শক্তি দেখিয়েছে এবং যখন সে এখানে কোচ হিসাবে এসেছিল, আমি তার কাছ থেকে শিখতে চেয়েছিলাম। এটা খুবই ফলপ্রসূ হয়েছে। বড় ট্রফি ছাড়াও আমরা সব বড় টুর্নামেন্ট এবং সিরিজ জিতেছি। তার সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে সবকিছুই উপভোগ করেছি। দলকে কোন দিকে যেতে হবে তা ঠিক করেছি।'

দ্রাবিড়ের জায়গায় কোচ হিসেবে সবচেয়ে বেশি উচ্চারিত হচ্ছে দেশটির আরেক সাবেক ক্রিকেটার গৌতম গাম্ভিরের নাম।

ফ্রান্স দলে

জায়গা হলো না এমবাপ্পের!

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : আসন্ন গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিকের জন্য ২৫ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে ফ্রান্স। এই প্রাথমিক দল নেই কিলিয়ান এমবাপ্পে। যদিও এই তারকা ফুটবলার এবারের আসরে খেলার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন।

দল ঘোষণার দিন সোমবার ফ্রান্স কোচ অঁরি বলেন, সবার জন্য দরজা খোলা আছে। তবে আপাতত যাদের পাওয়া যাবে তাদের নিয়েই একটি দল সাজিয়েছেন তিনি। অঁরি বলেন, 'আমি আশার দরজা বন্ধ করছি না; আমরা জানি না কী হবে। তবে আমাকে একটা বাস্তবসম্মত তালিকা দিতে হবে। তালিকাটি সবার জন্য উন্মুক্ত।'

তবে আগামী ৩ জুলাই পর্যন্ত এ স্কোয়াডে পরিবর্তন আনতে পারবে দল। তাই খেলয়াড় বদলের দরজা খোলা থাকছে অঁরির জন্য। তিনি বলেন, 'এটা এখনকার জন্য তালিকা এবং ৩ জুলাই পর্যন্ত পরিবর্তন হতে পারে। হ্যাঁ বা না বলার ক্ষমতা ক্লাবগুলোর আছে।'

আগামী ২৪ জুলাই অলিম্পিকে ফুটবল ইভেন্ট শুরু হচ্ছে। ফ্রান্সের গ্রুপের রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, নিউজিল্যান্ড ও গিনি।

অলিম্পিক ফুটবলে ফ্রান্সের প্রাথমিক স্কোয়াড:

গোলরক্ষক: লুকাস শেভালিয়ের, ওবেদ এনকাম্বাদিও, গুইলামে রেস্টেস, রবিন রাইসার।

ডিফেন্ডার: বাফদে দিয়াকাইতে, ম্যাক্সিম এস্তেভে, ব্যাডলি লোকো, ক্যাসিলো লুকেবা, কিলিয়ান সিলদিল্লিয়া, আদ্রিয়েন ত্রুফার্ট, লেনি ইয়োরো।

মিডফিল্ডার: ম্যাগনেস আক্লিওচে, জরিস চোটার্ড, ডিজায়ার দৌয়ি, মানু কোনে, এনজো মিলোত, খেপরান থুরাম, লেসলি উগোচৌকুও, ওয়ারেন জাইরে এমরি।

ফরোয়ার্ড: ব্যাডলি বারকোলা, আরনুদ কালিমুয়েন্দো, আলেক্সান্দ্রে লাকাজাতে, জ্যাঁ-ফিলিপ্পে মাতেটা, মাইকেল ওলিসে ও মাথিয়াস তেল।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR